দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
চিন্তামণি কর

ধ্রুপদী ভারতীয় ভাস্কর্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. ঐতিহাসিক পরিলেখ

[খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ থেকে ৫০০ খ্রিষ্টাব্দ]

আমরা যে সময়ের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন খুঁজে পেয়েছি, তারো আগে, প্রাচীন ভারতে ভাস্কর্য বিকশিত হয়েছে। সিন্ধুর মহেনজোদাড়ো ও পাঞ্জাবের হরপ্পায় যে প্রচুর পরিমাণে পাথর, ব্রোঞ্জ ও মাটির মূর্তি পাওয়া গেছে সেগুলি নিশ্চয় খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগের, কিন্তু এই ইন্দো-সুমেরীয় শিল্পের সঙ্গে বোধহয় পরবর্তী কাল বা তথাকথিত বৈদিক যুগের কোন সম্পর্ক নেই। সবচেয়ে পুরনো যে ভারতীয় ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে তা খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের, যদিও সাহিত্যে বিভিন্ন ধরনের শিল্পকলার উল্লেখ পাওয়া যায় আরো আগে।

ভারতীয় 'ধ্রুপদী' ভাস্কর্য বলতে যা বোঝায় তার উদ্ভব হয়েছে মৌর্য বংশের সময়, বিকশিত হয়েছে খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে এবং সে ধারা পঞ্চম শতকে গুপ্তবংশ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

এই বিকাশ বুঝতে সুবিধা হবে যদি শুরুতে ঐতিহাসিক কাঠামোটি সুবিন্যস্ত করে নেয়া যায়।

খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে মহাবীর আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেন। এই অভিঘাতস্বরূপ উত্তর ভারতে, কিছু পরেই এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। এ হলো বিখ্যাত মৌর্য সাম্রাজ্য। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন অশোক যিনি রাজত্ব করেন খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৬ থেকে ২৩২ অব্দ পর্যন্ত। পাটলিপুত্র বা আধুনিক পাটনা ছিল তাঁর রাজধানী।

এই সময় থেকেই প্রথম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাস্কর্য গড়ে ওঠে যা এখনও টিকে আছে। অশোক হয় বৌদ্ধ ছিলেন নয় বৌদ্ধ ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারকল্পে তিনি যেখানে বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতীক প্রোথিত বা বুদ্ধের জন্ম, ধর্ম প্রচার ও মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত যে সব স্থান পবিত্র হিসেবে পরিগণিত, সেখানে অসংখ্য স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেছেন। অশোকের রাজধানীতে তার রাজপ্রাসাদের কিছুই অবশিষ্ট নেই। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক ও রোমক পর্যটকরা লিখে গেছেন যে, সুসা বা ইকবাটানার রাজপ্রাসাদসমূহের সঙ্গেও এর তুলনা হয় না। না পোড়ানো ইট ছিল প্রাসাদের ভিত্তি, হয়ত কারুকার্যময় পাথরের তৈরি আবরণ একে ঘিরেছিল এবং উপর কাঠামোর গাঁথুনি ছিল কাঠের। এবং নিশ্চয় তা অলংকৃত ছিল ভাস্কর্য ও চিত্রকলায়। প্রাচীন সাহিত্যে এ ধরনের রাজপ্রাসাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে এবং নেহাৎ কল্পনা বলে তা উড়িয়ে দেয়া যায় না। প্রাচীন বৌদ্ধ স্মৃতিসৌধের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
ব্যাস রিলিফে শহর ও রাজপ্রাসাদের চিত্র আছে যার সঙ্গে এই সব প্রাচীন বর্ণনা মিলে যায়। (চিত্র ২৫, ২৬) খ্রিষ্টপূর্ব ২৩২ অব্দে অশোকের মৃত্যু হলে ঐ বংশের পতন শুরু হয়। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় নতুন সুঙ্গ বংশের কাছে। সুঙ্গরা খুব সম্ভব বৌদ্ধ ছিলেন না। কিন্তু তারা বৌদ্ধ শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ঐ আমলের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মন্দির অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত উত্তর ভারতে অস্থিরতা বিরাজ করেছে। সুঙ্গ সাম্রাজ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল এবং উত্তর পশ্চিমে গ্রীক রাজ্য গড়ে উঠতে লাগলো যেগুলো স্থাপন করেছিল মহাবীর আলেকজান্ডারের উত্তরাধিকারীরা। পরে এগুলো শাসন করেছে গ্রীক এবং পার্থিয়ান শাসকরা। বিদেশী এই রাজন্যদের অনেকেই বৌদ্ধ এবং হিন্দু ধর্মের অনুসারী হয়ে উঠেছিল, অনেকের আবার একই সঙ্গে নিজের ধর্মের প্রতিও আস্থা ছিল।[১] এভাবে ধর্ম এবং সংস্কৃতির এক মিশ্রণ ঘটে যা ভারতীয় শিল্পে গভীর প্রভাব রেখে গেছে। জরথুস্ত্র, গ্রীক, মিথরাইক এবং অন্যান্য সব বিদেশী মূর্তিশিল্প ভারত আত্মস্থ করে নিয়েছে।

খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে উত্তর ভারতে ইউ চি যাযাবর গোত্রের একটি শাখা কুষাণরা বিশাল এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। এ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন কণিষ্ক, যিনি ১২০ থেকে ১৬২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেছেন।

এ সময় ভাস্কর্যের দু'টি প্রধান ধারার উদ্ভব হয়–গান্ধারা এবং মথুরা। সীমান্ত অঞ্চলের ধারা গান্ধারার নামকরণ হয়েছে প্রাচীন একটি অঞ্চলের নাম থেকে যার পরিধি ছিল কাবুল নদীর উপত্যকা এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশ। এই ধারার বিশেষত্ব বুদ্ধের গ্রেকো ভারতীয় ভাস্কর্য। আলেকজান্ডারের সময় থেকে উত্তর পশ্চিমে যে সব গ্রীক উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল তারাই এ অঞ্চলে তাদের প্রভাব রেখে যায়।

মথুরা ধারা ঐ শহরেই গড়ে উঠেছিল যা এখনও বর্তমান। এ ধারার বিশেষত্ব বৌদ্ধ ও জৈন মূর্তি। কিন্তু গ্রীক প্রভাব এখানে পৌঁছায়নি। এর রীতি ছিল অনেকাংশে ভারতীয়।

উত্তর ভারতে যখন এইসব রাজবংশ ও শিল্পকলার ধারা বিকশিত তখন দক্ষিণ ভারতেও ভিন্ন একটি ধারা বিকশিত হচ্ছিল। অশোকের সময় থেকেই অন্ধ্র বংশ শাসন করছিল দাক্ষিণাত্যে। পাঁচশতক ধরে তারা ক্ষমতায় ছিল। এরা ছিল বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। এই আমলে তৈরি সাঁচীর তোরণ এবং অমরাবতীর বিখ্যাত ধ্বংসাবশেষ এখনও টিকে আছে।

তৃতীয় শতকে দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্র এবং উত্তর ভারতে কুষাণ শাসনের অবসান ঘটে। এদের অধীনস্থ সামন্ত রাজারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সিংহাসন দখলের লড়াইয়ে অনেকে নিজ প্রতিবেশীদের আক্রমণ করে এবং সারা দেশে এক চরম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
রাজনৈতিক, সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই অস্থিরতার সময় শিল্পকলা বিকশিত হয়েছে এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। এক শতকের বিশৃংখলার পর মগধের রাজা চন্দ্রগুপ্ত পাঞ্জাব বাদে সমগ্র উত্তর ভারত নিজের অধীনে এনে শক্তিশালী রাজ শাসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উত্তরাধিকারীরা সাম্রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি করে এবং শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক ও বিজ্ঞানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠে। আর কোন সময় ভারতীয় সংস্কৃতি এতো পরিশীলিত ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। শিল্পের বিভিন্নমুখী বিচ্ছিন্ন চিত্র ও মোটিফের মিশ্রণ ঘটিয়ে সমতানে বাঁধা হলো। বিদেশী উপাদান বা প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়ে ভারতীয় ধারায় হারিয়ে গেলো অথবা গুপ্ত ভাস্কররা সেগুলি উপেক্ষা করলো।

২. প্রাচীন মূর্তি শিল্প এবং মৌর্য শিল্প

প্রাচীন মূর্তি শিল্প প্রধানতঃ বৌদ্ধ কিন্তু তা প্রভাবিত হয়েছে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য এবং পশ্চিম এশীয় মোতিফ দ্বারা। ঐ আমলে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত মূর্তির পূজা ছিল প্রচলিত। মাতৃদেবীর পূজা বৈদিক যুগের আগেও ছিল। তিনি উর্বরতা ও সম্পদের দেবী, এবং লক্ষী বা শ্রী হিসেবে পরিচিত, আবার বৌদ্ধ ধর্মে শ্রীমা দেবতা হিসেবে। অন্যান্য মোতিফের উৎসও কম প্রাচীন নয়, যেমন যক্ষ এবং যক্ষিণী; এরা পৃথিবীর অতিমানবিক জীবন এবং শক্তি, যা দেখতে নশ্বর মানব মানবীর মতো। যেমন জলের দেবতা নাগ বা সর্প-মানুষ যা বাস করে নদীতে এবং হ্রদে। আছে অপ্সরা, ঋগ্বেদের মতে যারা বাষ্পের মানবরূপ যা সূর্য দ্বারা আকর্ষিত হয়ে কুয়াশা এবং মেঘের রূপ নিয়েছে; এবং অন্য আরেকটি বিবরণ অনুসারে, অমৃত উৎসারণের জন্যে যখন দেবতারা সাগর করেছিলেন মন্থন তখন তাদের জন্ম। আছে লোকপাল যারা গৃহরক্ষী।

মৌর্য যুগের প্রধান ভাস্কর্য যা এখনও টিকে আছে তা' হলো অশোক স্তম্ভ। এই স্তম্ভগুলো বিশাল পাথর কেটে তৈরি এবং উপরিভাগ খুবই মসৃণ। স্তম্ভশীর্ষে আছে পার্সোপোলীয় ঘণ্টার আকারে পদ্ম, উপরিভাগে চারটি সিংহ ধারণ করে আছে একটি চক্র (যা হারিয়ে গেছে) যা বুদ্ধের প্রথম প্রচারের প্রতীক, ধর্মচক্র।[২] আছে একটি বৃষ, বুদ্ধের জন্মের প্রতীক কারণ তার রাশি বৃষ; ধারণা শক্তির প্রতীক একটি হাতি এবং আছে তাঁর গৃহত্যাগের প্রতীক একটি ঘোড়া (যার অস্তিত্ব এখন নেই)। প্রায় ক্ষেত্রেই ঘণ্টাকারে পদ্মের ধারে বা রিলিফে বুনো হাঁস, ফুল। বা উপরোক্ত চারটি প্রাণীর মোতিফ রয়েছে। মূর্তিগুলোর চমৎকার গড়ন প্রমাণ করে বাস্তব রূপের সঙ্গে শক্তি ও সম্মান বোধের আদর্শায়িত প্রতীকের মিশ্রণ। ভারতীয় ভাস্কর্যের ইতিহাসে মৌর্য পাথর খোদাইকারীদের উৎকর্ষতা এবং দক্ষতা আর কেউ অতিক্রম করতে পারেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
অশোক স্তম্ভ ছাড়াও রক্ষা পেয়েছে কিছু বিশাল বেলে পাথরের মূর্তি। এগুলো যক্ষ এবং যক্ষিণী। গোটা পাথর কেটে করা এই মূর্তিগুলো দেখতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদিম কিন্তু তা সত্ত্বেও সেগুলোতে ফুটে উঠেছে শক্তি ও জীবনের উদ্দীপনা। এগুলোর কৌশলপূর্ণ খোদাই এবং নির্মাণশৈলীর পরিপক্বতা প্রমাণ করে যে, ভারতে ভাস্কর্যের ইতিহাস খুবই প্রাচীন।

চামর হাতে একটি নারী মূর্তি এইসব বৃহদাকার ভাস্কর্যের একটি চমৎকার উদাহরণ। ফিগারটি কোমর পর্যন্ত নগ্ন অবশ্য পরনে তার প্রচুর অলংকার। মাথাটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সুন্দর করে এবং কোমরের উপরিভাগও সুন্দরভাবে তৈরি করা। পূর্ণ এবং ভারী স্তনযুগল, তুলনামূলকভাবে সরু কোমর ঐ আমলের নারী সৌন্দর্য সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার প্রমাণ দেয়। দেহের মাংসল ভাব সত্ত্বেও পরিচ্ছদ এবং অলংকারের বিন্যাস খুব সূক্ষ্ম। (চিত্র–৭-৮)

৩. সুঙ্গ শিল্পকলা

এই আমলের প্রধান নিদর্শনগুলো হলো ভরহুত, বুদ্ধগয়া এবং সাঁচির বৌদ্ধ ইমারতগুলোর পাথরের তৈরি পথবেষ্টনী এবং ভাস্কর্য। এগুলি পরিচিত স্তূপ নামে। বুদ্ধের জীবনকালে যে সব জায়গা তাঁর উপস্থিতিতে পবিত্র হয়েছে বা যেখানে তাঁর বা অন্যান্য বৌদ্ধ সন্তদের দেহাবশেষ সমাহিত হয়েছে, স্তূপগুলো নির্মিত হয়েছে তার ওপর। স্তূপের প্রস্তর বেষ্টনী ছাড়া— সুঙ্গ আমলের আরো অল্প কিছু নিদর্শন আছে। মৌর্য আমলে পাথর মসৃণ করার উন্নত পদ্ধতির ব্যবহার সুঙ্গ বা পরবর্তী আমলে দেখা যায় না। কিন্তু সুঙ্গ আমলের মানুষের মাথা এবং মূর্তি দেখলে মৌর্য আমল থেকে সুঙ্গ আমলের পার্থক্য বোঝা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও টেরাকোটা বা পাথরের ছোট ভাস্কর্যগুলিতে পূর্বেকার ধারার বৃহদাকার চরিত্র লক্ষিত হয়। সারনাথ মঠের কাছে সুঙ্গ আমলের যে পাথরের মাথা পাওয়া গেছে তা বোধ হয় দাতাদের প্রতিকৃতি। এর প্রতিটির আলাদা শিরোভূষণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তুলেছে (চিত্র–৬)।

শুধু বৌদ্ধরাই সাধু সন্তদের দেহাবশেষের ওপর স্তূপ নির্মাণ করেনি, জৈনরাও করেছে। বৌদ্ধ ধর্মের মতো জৈন ধর্মও পুরনো এবং এদের মতবাদও প্রায় এক রকম। বৌদ্ধ এবং জৈন, দুই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতারাই ছিলেন রাজপুত্র যারা সিংহাসন ত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবন বেছে নিয়েছিলেন। অনেক জৈন দেবদেবী বৌদ্ধ দেবদেবীদের মতো দেখতে। বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের মতো ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরও তখন অনেক অনুসারী ছিলেন ভারতবর্ষে। কিন্তু মনে হয় বৌদ্ধরা রাজাদের কাছ থেকে সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছিলেন যার ফলে কুশলী কারিগরের সাহায্যে দামি উপাদান ব্যবহার করে বিশালকায় মঠ ও স্তূপ নির্মাণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
করতে পেরেছিলেন। তারা ধনী বণিক এবং কারিকরদের সংঘ থেকেও বড় রকমের অনুদান পেতো।

৪. ভরহুত স্তূপ

অনেকের বিশ্বাস ভরহুত স্তূপ অশোকের সময়ও ছিল তবে এটা নিশ্চিত যে এটি নির্মিত হয়েছে সুঙ্গ আমলেই। এলাহাবাদ এবং জব্বলপুরের মাঝামাঝি অবস্থিত ভরহুত বোধহয় গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল। তবে ভারতের এই অংশের প্রাচীন ভূগোল সম্পর্কে জ্ঞান এতো সীমিত যে, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না। কয়েকটি নিঃসঙ্গ স্তম্ভ প্রাচীরের পাথর এবং প্রস্তর বেষ্টনীর একটি অংশ ছাড়া মূল স্তূপের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বেষ্টনীতে বা-রিলিফের চিত্র দেখে মনে হয় মূল স্তূপ ছিল এলাকার ভিত্তির ওপর গোলাকার নিরেট গম্বুজের মতো। এই গম্বুজের উপরাংশ ছিল সমতল প্ল্যাটফর্ম যার চারদিক ঘিরে ছিল পাথরের বেষ্টনী এবং মাঝে ছিল পাথরের ছাতা। স্তূপের চারদিকে ছিল বেষ্টনীবদ্ধ প্রদক্ষিণপথ। পাথরের বেষ্টনীর চারটি প্রধান দিকে ছিল অলংকৃত তোরণ। স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম এ সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন।

"ভরহুতে ভাস্কর্যের বিষয় হলো অসংখ্য ও বৈচিত্র্যময় এবং এর অনেকগুলো ভারতীয় ইতিহাস পর্যালোচনার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ এবং কৌতূহলজনক। এখানে আমরা পাই কিংবদন্তীর জাতকের ওপর কিছু চিত্র বুদ্ধের জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনার ওপর ভিত্তি করে আধ ডজন চিত্র যা গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসের জন্যে। গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, এর অনেকগুলোর সঙ্গে শিলালেখ আছে যার জন্যে নিশ্চিতভাবে এদের চিহ্নিতকরণ সম্ভব। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজা অজাতশত্রু ও প্রসেনজিৎ-এর মিছিল করে বুদ্ধের কাছে গমন। প্রথম জন হাতিতে, দ্বিতীয় জন রথে, ঠিক যেভাবে বৌদ্ধ বিবরণে বর্ণিত হয়েছে। আরেকটি অমূল্য ভাস্কর্য হচ্ছে, শ্রাবস্তীর বিখ্যাত জেতবন মঠের প্রতীক এর আম্রবৃক্ষ, মন্দির, মন্দিরের সামনে ধনী বণিক অনাথপিন্ড শকট উজার করে মাটিতে স্বর্ণমোহর দিচ্ছেন বাগান ঢেকে দেয়ার জন্য (চিত্র ১৫)।

বড় ভাস্কর্যগুলোর সংখ্যা তিরিশের ওপর। এগুলো হচ্ছে যক্ষ যক্ষিণী দেবতা, নাগরাজ এর উঁচু-রিলিফে মূর্তি যার অধিকাংশেই তাদের নাম খোদিত আছে। আমরা এ থেকে বুঝতে পারি উত্তর তোরণের কর্তা ছিল যক্ষরাজ কুবের; এবং এ ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সৃষ্টিক্রম সম্পর্কে মতবাদের সাযুজ্য লক্ষণীয়। অনুরূপভাবে অন্য তোরণগুলোও অর্পিত হয়েছিল দেব এবং নাগদের হাতে।

পশু ও গাছের প্রতীকও অনেক। এবং তাদের মধ্যে কিছু শক্তিশালী ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আছে নৌকো, ঘোড়ায় টানা রথ, গরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
গাড়ী, বিভিন্ন রকমের বাদ্যযন্ত্র, বৈচিত্র্যময় পতাকা ও রাজমর্যাদার বিভিন্ন প্রতীক।

অনেক বিজ্ঞজনের মতে, ঘণ্টার আকারে পদ্মের মতো স্তম্ভশীর্ষ যা সিংহ এবং বৃষকে ধরে রেখেছে, এবং উৎকীর্ণ খরোষ্ঠি লিপি থেকে বোঝা যায় যে, দাতা ঐ তোরণ তৈরি এবং অলংকৃত করতে পশ্চিমা কারিগরদের নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে ভরহুতের প্রস্তর বেষ্টনীগুলো দেশী শিল্পীদেরই তৈরি। তোরণের কোণার স্তম্ভগুলোতে উৎকীর্ণ হয়েছে সুষ্ঠুভাবে প্রায় প্রমাণ সাইজের মূর্তির। এগুলো হচ্ছে যক্ষ-যক্ষীণী, নাগ এবং অন্যান্য অবতার যারা স্তূপের রক্ষাকর্তা হিসেবে কাজ করতো। এ সময়ের মূর্তি ভাস্করদের ভারসাম্য জ্ঞান চমৎকারভাবে তুলে ধরেছে। তাদের সাহসী দেহ নির্মাণ এবং বৃহদাকার পাথর খোদাই গুণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জীবনের সৌন্দর্য ও উষ্ণতা (চিত্র ১২, ১৩, ১৪)।

বেষ্টনী এবং প্রাচীরের মাথার ঢালু পাথরে ভাস্কর্য সমতল কিন্তু প্রতিটি বস্তুর দেহভাঁজ খোদিত হয়েছে সুষ্ঠুভাবে। চিত্রণে কোন রকম অস্পষ্ট অতি আরোপণ নেই। পূর্বে শতাব্দীকাল ধরে ভাস্কর্য নিশ্চয় কাঠেই হতো এবং এসব ভাস্কর্যে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষণীয়। আশ্চর্য এই যে, ভাস্কর্যের উপাদান কাঠ থেকে পাথরে বদল হলো, পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন না এনে। পরিবর্তন হয়েছে ভরহুত তৈরির দু'তিন শতক পরে। ভাস্কর্যগুলো তুলে ধরেছে একেকটি কাহিনী। জাতকের বর্ণনা (বুদ্ধের পূর্ব জীবনের ঘটনাবলী) এবং বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে জড়িত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী। সাধারণ লোকশিল্পের রীতিতে এগুলো তুলে ধরা হয়েছে। নিসর্গের মধ্যে আছে বৃক্ষ এবং বনানী, হ্রদ ও নদী, বিভিন্ন জলচর প্রাণী, হাতি, হরিণ, বানর এবং পাখী। আছে প্রাসাদে মানুষের শরীর, মিছিল, গার্হস্থ্য ও মঠের জীবন। কিন্তু পরিপ্রেক্ষিত বা দিগন্তের কোন ইঙ্গিত নেই। সব বস্তুকে প্রায় পাখীর দৃষ্টিতে যেন আকাশ থেকে দেখা হয়েছে। পরবর্তী স্তূপগুলোতে যে যুদ্ধের বিষয় বা সংঘাতের ছবি দেখা যায় এখানে তা নেই। এই ভাস্কর্যগুলোর ফ্রিজে তুলে ধরা হয়েছে উৎসবমুখর দৃশ্য এবং শান্তিময় নির্মলতা। (চিত্র ১০, ১৫, ১৬)। বৌদ্ধের ধর্মতত্ত্ব যা মানুষ বুদ্ধকে ঈশ্বর হিসেবে তুলে ধরেছে, ভরহুতে তেমন কিছু নেই। কোন দৃশ্যে তাঁর নশ্বর উপস্থিতি প্রতীক দ্বারা তুলে ধরা হয়েছে যেমন তাঁর পায়ের ছাপ, যে সিংহাসনে তিনি আসন গ্রহণ করতেন, যে গাছের নীচে তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করেছিলেন বা স্তূপ যা ইঙ্গিত করছে বুদ্ধের পরিনির্বাণের। বুদ্ধকে ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়নি।

৫. সাঁচি

এখনও টিকে আছে এমন সব বৌদ্ধ স্তূপের মধ্যে সাঁচির স্তূপসমূহই সর্বশ্রেষ্ঠ। এসব প্রায় গোলাকৃতি গম্বুজ এবং কর্তিত শীর্ষ। এদের ঘিরে আছে উঁচু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
ভিত্তিভূমি। ভরহুতের মতো এই স্তূপগুলোকেও ঘিরে আছে প্রদক্ষিণ পথ, যার সীমা নির্ধারিত হয়েছে ভারী পাথরের বেষ্টনী দিয়ে। সবচেয়ে বড় স্তূপটিতে আছে চারটি চমৎকার তোরণ যা প্রায় প্রধান চারটি দিকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বেষ্টনী দিয়ে। এগুলোর বয়স প্রায় অশোকের রাজত্বকালের। এগুলো যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা বোঝা যায় প্রায় ১৩ শতক ধরে পাঁচ বা ততোধিক রাজবংশ কর্তৃক এর পৃষ্ঠপোষকতা ও সংরক্ষণে। স্তূপের চমৎকার তোরণ এবং শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যগুলো নির্মিত হয়েছে অন্ধ্র বংশের সময় যারা দাক্ষিণাত্যে খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত রাজত্ব করেছে। প্রথমদিকে বোধহয় বেষ্টনী এবং তোরণ কাঠ দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। এগুলো ধ্বংস হয়ে গেলে তারই অনুসরণে পাথর দিয়ে তা তৈরি করা হয়। এই অনুমানের কারণ এদের অদ্ভুত আকৃতি, কারণ যদিও এগুলো পাথরের কিন্তু দেখে মনে হয় হাতির দাঁত বা কাঠের। এবং আসলেও একটি তোরণের শিলালেখতে উল্লিখিত হয়েছে যে বিদিশার হাতীর দাঁত খোদাইকারীরা এটি তৈরি করেছে (চিত্র–১৭)। সাধারণভাবে দেখতে গেলে তোরণগুলো একই রকম। কিন্তু ভাস্কর্যের বিষয় ও বিস্তৃতির পার্থক্য অনেক। প্রতিটি তোরণের উপর কাঠামো অলংকৃত তিনটি সামান্য অর্ধবৃত্তাকার পাথরের থাম যার শেষাংশ পাকানো, কারুকাজ বিশিষ্ট, দু'টি উঁচু চৌকো স্তম্ভে সমান্তরালভাবে এগুলো গাঁথা। এই স্তম্ভগুলোর চর্তুদিকেও অসংখ্য ভাস্কর্য। বরগার ভারবহনকারী স্তম্ভগুলোর শীর্ষে আছে বামন যক্ষের বৃহদাকার মূর্তি, হাতি এবং পদ্ম। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, এরকম সূক্ষ্ম কারুকার্যময় মাথাভারী স্থাপত্য তুলনামূলকভাবে দুটি নমনীয় স্তম্ভের ওপর দু'হাজার বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে। পাথরের ফলকগুলির মাঝখানে আছে যক্ষিণী, অশ্বারোহী এবং হাতী, এই মূর্তিগুলি চারদিকেই উৎকীর্ণ এবং হতে পারে এইগুলিই ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রাচীনতম উদাহরণ। আমগাছে হেলান দিয়ে আছে যক্ষিণী, মনে হয় নগ্ন, অথচ পরনে ভারী গলাবন্ধ, চুড়ি, নূপুর, রত্নখচিত মেখলা। কোমর এবং হাঁটুর মধ্যবর্তী জায়গায় অবশ্য আভাস আছে সামান্য কাপড়ের (চিত্র ৩৩)। স্তম্ভের সম্মুখভাগ ফুল এবং জাতকের কাহিনী দ্বারা চিত্রিত (চিত্র ১৮, ১৯, ২০, ২১)। সব বেষ্টনীতেই আছে বুদ্ধের জন্মের প্রতীক পদ্ম। বরগাগুলোয় আছে শ্রী বা লক্ষী প্রাক বৌদ্ধ মাতৃকাদেবী যা পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হয় মায়াদেবীতে (নশ্বর বুদ্ধের মাতা)। তিনি আসীন বা দণ্ডায়মান পদ্মের ওপর আর হাতীরা বর্ষণ করছে তার ওপর পবিত্র জল। (চিত্র ৩৪) যেগুলিতে মানুষ, প্রাণী বা উদ্ভিদের মোটিফ আছে সেগুলিতে পরিলক্ষিত হয় জোরালো পশ্চিম এশীয় প্রভাব (চিত্র ৩২, ৩৫)। বরগার মধ্যবর্তী প্যানেলে আছে প্রাসাদ বা জঙ্গলে মানুষ বা প্রাণীর জটলা। এগুলি জাতকের কাহিনী। আরেকটি মোতিফ পবিত্র দেহাবশেষ নিয়ে যুদ্ধ; কুশিনারায় বুদ্ধ দেহত্যাগ করলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
সেখানকার মল্লগোত্র তার দেহাবশেষের মালিক হলে ঘটনাটি ঘটে। ঐ দেহাবশেষের অংশ দাবী করে আরো সাতটি গোত্র প্রধান যুদ্ধ ঘোষণা করে মল্লদের বিরুদ্ধে। সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটে প্রতি প্রধানকে সমপরিমাণ দেহাবশেষ বণ্টনের মাধ্যমে। বলা হয়ে থাকে রাজা অশোক বুদ্ধের দেহাবশেষের অধিকাংশ পুনরুদ্ধার করেন এবং ৮৪,০০০ ভাগে তা ভাগ করে তার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিটি ভাগের ওপর স্তূপ নির্মাণ করেন।

ভারতীয় ভাস্কর্যের ওপর লিখতে গিয়ে অনেকে বলেছেন সাঁচি তোরণের পার্সোপোলীয় জন্তু এবং ফুলের মোটিফ তৈরি করেছেন বিদেশী শিল্পীরা কিন্তু শুধুমাত্র দেখেই এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেয়া ঠিক নয়। মহাবীর আলেকজান্ডারের বিজয়ের অনেক আগেই ভারতের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির, একেবারে পশ্চিমে সূসা শহর পর্যন্ত বাণিজ্য পথ ছিল। বাণিজ্যরত দেশগুলি পরস্পরের মধ্যে শিল্পকলার নিদর্শনাদির মাধ্যমে নতুন ভাব ও রীতিনীতি আমদানী ঘটে যা ক্রমে দেশী শিল্প ও ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে যায়। অশোকের সিংহ স্তম্ভ হয়ত গ্রেকো-পার্সিয়ান শিল্পের অবদান। কিন্তু ভারতীয় শিল্পীদের হাতে তার নির্মাণ এবং নির্মাণ সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় হয়ে গেছে।[৩]

৬. গান্ধারা রীতি

সুঙ্গরীতির পর শিল্পকলার প্রধান দুটি পর্যায় গান্ধারা এবং মথুরা। গান্ধারার কৃতিত্ব নতুন চিন্তা ও রীতি এবং বৌদ্ধ দেবতা মূর্তির প্রচলন করা যা এতো দিন প্রতীকের মাধ্যমে তুলে ধরা হতো। তৈরি হলো সাধারণ কাপড় পরা এবং যোগীভাবের বুদ্ধ মূর্তি। বোধিসত্ত্বদের দেখা গেল রাজকীয় পোষাকে। শাক্যমুনিকে দেখা গেল শিশু, রাজপুত্র, সন্ত এবং প্রচারক হিসেবে। সমস্ত ভাস্কর্যে তিনিই হয়ে উঠলেন প্রধান চরিত্র।

খ্রিষ্টাব্দের শুরু থেকেই গান্ধারার কারিগররা বুদ্ধ মূর্তি তৈরি শুরু করে। যদিও বলখ এবং গান্ধারার গ্রীক শাসকরা কুষাণদের হাতে পরাজিত হয়েছিল, তা সত্ত্বেও ঐ সব এলাকার শিল্পকার্যে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়নি। শ্রেষ্ঠ কুষাণ নৃপতি কণিষ্ক বৌদ্ধ ধর্মের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠেন এবং তাঁর আমলে ভাস্কর্য তৈরির ক্ষেত্রে, গান্ধারার হেলেনিক শিল্পকলা সব কিছু ছাড়িয়ে যায়। নীলচে ধূসর শিলা, চুনাবালি এবং মাটি ও গ্রেকো-রোমান ধরন গান্ধারা ভাস্কর্যকে এমন বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে যে খুব সহজেই এগুলিকে অন্যান্য ভারতীয় ধরন থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। যদিও জাতিরূপের ক্ষেত্রে হেলেনিক প্রভাব ছিল প্রবল, তবুও সাধারণভাবে গান্ধারার রীতি ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী দৃষ্টিভঙ্গী, পোষাক, দেবতাদের প্রতীক চিহ্ন তুলে ধরেছে। গান্ধারার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
বুদ্ধমূর্তি অ্যাপোলোর মতো নমনীয় মাংসল এবং মস্তক তরুণদের মতো; মাথা সবসময় ঢেউ খেলানো বা কোঁকড়ানো চুলে চতুরভাবে ঢাকা। ভারী পোশাক সত্ত্বেও বুদ্ধের সুগঠিত শরীর বোঝা যায়। অনেক বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বের আছে জাঁকালো গোঁফ যা ভারতীয় কোনটিতে পাওয়া যাবে না। ভরহুত এবং সাঁচিতে যে সব হিন্দু দেবদেবী বা অবতার পাওয়া গেছে, এখানেও এগুলি অপ্রতুল নয়।

বুদ্ধের জন্ম এবং গৃহত্যাগ যে জনপ্রিয় ছিল তা বোঝা যায়, তাদের অসংখ্য প্রতিলিপি দেখে। প্রথমোক্তটির বিষয়ে দেখা যায়, বুদ্ধের মা মায়া দেবী একটি গাছের নীচে ডাল ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে ঘিরে আছে তাঁর বোন প্রজাপতি এবং অন্যান্য মহিলা পরিচারিকারা। তাঁর ডান ধারে দেখা যাচ্ছে শিশু এবং শিশুটিকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা। গৃহত্যাগের দৃশ্যে দেখা যায় রাজপুত্র, ঘুমন্ত পত্নী যশোধারার পাশে একটি শয্যায় বসে গৃহত্যাগের আগে ভাবছেন। নারী বাদ্যযন্ত্রী ও পরিচারিকারা ঘুমন্ত, তাদের যন্ত্রও চামরের ওপর এলিয়ে আছে। (চিত্র ৫৪)। এই দৃশ্যের শেষে আছে, রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে প্রাসাদ ত্যাগ করছেন, সঙ্গে ঘোড়ার লেজ ধরে বিশ্বাসী ভৃত্য চান্ন, আর শব্দ নিবারণের জন্যে জক্ষরা ধরে আছে ঘোড়ার ক্ষুর। পরিনির্বাণ দৃশ্যে, বুদ্ধের অধোমুখে শায়িত শিষ্যবৃন্দ ও বজ্রপাণির (বুদ্ধের স্বর্গবাসী সঙ্গী) নাটকীয় দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে।

এইসব ভাস্কর্য করা হয়েছে ক্ষুদ্র প্যানেলে এবং খোদিত হয়েছে শিলায়। ভাস্কর্যের শরীরগুলো যদিও সাজানো হয়েছে চমৎকারভাবে এবং খোদিত হয়েছে দক্ষতার সাথে কিন্তু তাতে অভাব আছে স্বতঃস্ফূর্ততা এবং জীবনের। পৃষ্ঠপোষকের চাহিদা অনুযায়ী অধিক উৎপাদনই বোধ হয় এর কারণ। তবে ইতিহাসের জন্যে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের সঠিক চিত্র তারা তুলে ধরেছে। রাস্তা এবং অভ্যন্তরীণ দৃশ্যগুলোতে আছে সমসাময়িক অট্টালিকা, যানবাহন, আসবাবপত্র, সাংসারিক জিনিসপত্র ও পোষাপ্রাণী। ঐ সময়ের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র এগুলো। কোরিন্থীয় রীতির কিছু উদাহরণ ছাড়া গান্ধারা শিল্পে সামান্য গ্রীক স্থাপত্য দেখা যায়। ভাস্কর্যে যেসব অট্টালিকা খোদিত হয়েছে, প্রায় ক্ষেত্রেই সেগুলো ভারতীয়। পাথরে সুন্দরভাবে খোদিত বিশাল বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্ব মূর্তি পাশ্চাত্যের ভারবহনকারী অংশটুকু ছাড়া প্রায় পূর্ণাবয়ব। রাজকীয় পোশাকে সজ্জিত বোধিসত্ত্বদের মূর্তিগুলো দেখলে মনে হয়, আঞ্চলিক সর্দারদের আদলে এগুলো নির্মিত হয়েছে (চিত্র ৫৭, ৫৮)।

এ রীতির উন্নতি বা অবনতির সময়কাল নির্ধারণ করা কঠিন, কারণ খুব অল্প কিছু ভাস্কর্যে সহায়তাকারী শিলালেখ আছে, তা' ছাড়া স্টাইলের ক্ষেত্রেও পার্থক্য খুব বেশী নেই। সাধারণতঃ ধরে নেয়া হয় যে, পাথরে করা ভাস্কর্যগুলি আগের এবং পরে এর স্থান নিয়ে নেয় চুনাবালি এবং মাটি। পঞ্চম শতকে গান্ধারা রীতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
লুপ্ত হয়ে যায়। শেষ তিন শতকে গান্ধারায় প্রচুর রোদে-পোড়ানো মাটি ও চুনাবালির তৈরি ফিগার ও মাটির মাথা নির্মিত হয়েছে। গান্ধারার একটি সাধারণ রীতি ছিল, পাথরের ভাস্কর্যকে জ্বলন্তাকার পাতলা আবরণ দিয়ে ঢেকে দিয়ে রং বা গিল্টি করে উজ্জ্বল করে তোলা। মাটির মূর্তিগুলোর বেলায়ও তাই করা হতো। অনেক ক্ষেত্রে হয়ত চুনাবালি ও মাটির মাথাগুলিকে ছাঁচ থেকে গড়া হয়েছে, চমৎকারভাবে তৈরী করা কিছু মাথা প্রতিকৃতির সুন্দর নিদর্শন। এগুলোতে ফুটে উঠেছে ব্যক্তিত্বের বাস্তবতা ও জীবনের স্পন্দন।

গান্ধারা শিল্প কখনও সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় মূল ভূ-খণ্ডের শিল্পকলাকে প্রভাবান্বিত করেনি। অবশ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে কিছু মোটিফ এবং আকৃতি ঢুকে পড়েছে যা মথুরা এবং অমরাবতীর ভাস্কর্যে লক্ষণীয়।[৪] ইতিহাসগতভাবে এই রীতির উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব পদ্মের ওপর যোগাসনে বসা ধ্যানরত বুদ্ধ মূর্তির প্রচলন–যার চোখ অর্ধ নির্মীলিত এবং মুখে শাশ্বত হাসি। এই মূর্তিটি যা সমস্ত বৌদ্ধ জগতের আদর্শ হয়ে ওঠে, তার উদ্ভব হয়েছিল একই সময়ে গান্ধারা এবং মথুরায়।

৭. মথুরা রীতি (কুষাণ)

কুষাণ অধিপতি কণিষ্ক ১২০ থেকে ১৬২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন এবং পুরো জীবনটাই ব্যয় করেছেন উত্তর-পশ্চিমে সাম্রাজ্য শাসনের কাজে। পার্থিয়ান, গ্রীক, শক এবং চীনা আগ্রাসনের হুমকি সব সময় এ অঞ্চলে ছিল। মূল ভারতের শাসনভার তিনি দিয়ে যান দুই পুত্র বশিষ্ক এবং জবিষ্কের হাতে। তাঁদের রাজকীয় উপাধিও অনুমোদিত হয়। মনে হয়, উভয়ই বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মকে পছন্দ করতেন ও উৎসাহ যুগিয়েছেন। এই দুই সম্প্রদায়ের মূর্তির বড় রকমের চাহিদা, গান্ধারার মতো মথুরার স্টুডিওগুলোকেও ব্যস্ত রাখতো।

শহর হিসেবে মথুরা প্রাচীন আমল থেকেই সম্পদশালী এবং পবিত্র। কুষাণ আমলে তা হয়ে ওঠে ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের কেন্দ্র। শিল্পের এই কেন্দ্রভূমিতে সমস্ত দেশী বিদেশী উপাদান এসে মিলিত হয়, যার ফলে গুপ্ত যুগের শুরুতে ভারতীয় ধ্রুপদী ভাস্কর্যের চরম বিকাশ হয়। কুষাণ আমলের ভাস্কর্যবিদরা অনুসরণ করেছেন মৌর্য, সুঙ্গ, ভরহুত এবং সাঁচির শিল্পকলা প্রতিষ্ঠিত ধারা। প্রধান মোতিফগুলো হলো গাছের নীচে দাঁড়ানো সেই পরিচিত যক্ষিণী, বোধিসত্ত্ব এবং নাগ, বুদ্ধের দণ্ডায়মান অথবা উপবিষ্ট মূর্তি, মোটাসোটা থলথলে যক্ষরাজ কুবের যিনি ধরে আছেন সম্পদ পরিপূর্ণ একটি থলে, এবং পানপাত্র বা জলাধার। স্বল্পসংখ্যক গ্রীক এবং রোমক মূর্তির উপস্থিতি এই ধারায় তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। মথুরায় মদমত্ত, উৎসবে রত কিছু মূর্তি এখনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
বিশেষজ্ঞদের বিমূঢ় করে। যদিও এগুলি নির্মিত প্রতিষ্ঠিত রীতিতে কিন্তু সমসাময়িক যুগের ধর্ম বা পুরাকথার সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই। এমনও হতে পারে বিদেশীদের কেউ এ রীতির প্রবর্তন করেছিল, ভারতীয় রচনায় যার কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। মথুরার প্রায় কুষাণ ভাস্কর্য নানা বর্ণের ছাপযুক্ত লাল বেলে পাথরে খোদিত, যা সেখানে পাওয়া যেত। তবে সামগ্রিকভাবে মথুরার কুষাণ ভাস্কর্যগুলিতে ভরহুত বা সাঁচীর ভাস্কর্যের সাধারণ পরিশীলতা অনুপস্থিত। মাথার শোভা বৃদ্ধির জন্যে মথুরার বুদ্ধের চুল নেই, নেই শঙ্খিল উষ্ণীষ। গান্ধারার মতো এখানে তিনি পদ্মের ওপর বসেননি, বরং বিশ্রাম নিচ্ছেন সিংহাসনে, যার ভিত্তি বোধিসত্ত্ব এবং দাতাদের ক্ষুদ্র মূর্তি দ্বারা অলংকৃত। দণ্ডায়মান ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে তার দু'পায়ের মাঝে কুঁকড়ে আছে একটি সিংহ। পরিকল্পিত পোশাক সেঁটে আছে শরীরের সঙ্গে, ফলে শরীরের রেখা পরিস্ফুট। এই রীতির বুদ্ধে ফুটে ওঠেনি দয়ালু বা প্রশান্ত ভাব বরং ফুটে উঠেছে পার্থিব প্রাণবন্ত ভাব। পূর্ব থেকে দক্ষিণ বিস্তৃত, অনেক দূরবর্তী শাসকের ফরমায়েসী কাজও কুষাণ শিল্পীরা করতো, এই রীতির প্রচুর ভাস্কর্য সারণাথ এবং অমরাবতিতে পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালে কয়েকবার মুসলমান আক্রমণে এই শহর লুণ্ঠিত হয়, অনেক মূর্তি হয় ধ্বংসপ্রাপ্ত। ফলে এই ভাস্কর্যের অল্প কিছু উদাহরণ রক্ষা পেয়েছে যার অনেকগুলি আবার খণ্ড-বিখণ্ড বা নষ্ট। বিশাল কিছু মহিলা এবং পুরুষ ফিগারের মাথা পাওয়া গেছে যাতে জাতিগত ভাব ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে চমৎকার দক্ষতার স্বাক্ষর আছে। বিশিষ্ট শিরোভূষণ, চুলের বাঁধন এবং চরিত্রগত ভঙ্গী প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ভারতীয় গুণীদের দক্ষতা লক্ষণীয় (চিত্র ৪৩, ৪৪, ৪৫)। ভিন্ন ভঙ্গীতে বা বৃক্ষের নীচে দাঁড়ানো যক্ষিণীতে পুরনো মোটিফের বিকাশ লক্ষণীয় (চিত্র, ৩৮, ৩৯ ৪০, ৪১, ৪২)। সহায়তাকারী স্তম্ভ থেকে যেন বেরিয়ে এসেছে তাঁরা, ফুটে উঠেছে তাদের কামোদ্দীপক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং কোমরের ধারালো বাক। প্রথম দৃষ্টিতে অলংকার দিয়ে শুধু ঢেকে রাখা হয়েছে পদের নগ্নতা। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখলে বোঝা যায় শরীরের সঙ্গে কাপড় সেঁটে আছে। কামুক কুমারী, কমনীয় ভঙ্গীতে তাদের কেউ হেলান দিয়ে আছে বৃক্ষে, ধরে আছে একহাতে বৃক্ষ শাখা, বা ক্রীড়ারত কিছু ভাস্কর্য এই ধ্রুপদী রীতির অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণ।

৮. অমরাবতি

যখন গান্ধারা এবং মথুরা রীতি বিকশিত হচ্ছে তখন অন্ধ্র রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় যাঁদের রাজত্ব দক্ষিণ ভারতে সাগর থেকে সাগরে পরিব্যাপ্ত ছিল, আলাদা একটি রীতি চালু ছিল। ঐ আমলের প্রধান নিদর্শন অমরাবতীর বিশাল স্তূপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
প্রাচীন আমলে অমরাবতী শহর হিসেবে ছিল পরিচিত এবং বৌদ্ধরাও একে পবিত্র স্থান হিসেবে পূজো করতো। মনে হয় খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে বা ঐ সময়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ধর্মীয় নিদর্শন নিয়ে একটি স্তূপ ছিল যে জায়গায় পরবর্তী স্তূপটি নির্মিত হয়। পরবর্তী শতকগুলোতে এই স্তূপে অনেক সংযোজন ও সংস্কার হয়। চুনাপাথরের তৈরি চমৎকার ভাস্কর্যে অলংকৃত বেষ্টনী এবং বহিরাবরণ নির্মিত হয়েছে দ্বিতীয় শতকে যখন কুষাণ শিল্পের মাধ্যমে অমরাবতীতে গান্ধারা মোটিফ পৌঁছে। বিভিন্ন ভাস্কর্যের চিত্রাবলীর মাধ্যমে অবিকৃত অবস্থায় স্তূপটির আকার বোঝা যায়। বেষ্টনীর কিছু বিচ্ছিন্ন অংশ, স্তম্ভ এবং স্তূপের বহিরাবরণের জন্যে ব্যবহৃত পাথর খণ্ডের কিছু অংশ ছাড়া এই অমূল্য নির্দশনের আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

আকার আকৃতির দিক থেকে এই স্তূপ ভরহুত এবং সাঁচির মতো, যদিও ডিটেলের ক্ষেত্রে কিছু তফাৎ আছ। মনে হয় বেষ্টনীর পরিধি ছিল ৬০০ ফুট এবং উচ্চতা ১৩ থেকে ১৪ ফুট। স্তম্ভগুলোর মাঝে ১৪ ফুট। স্তম্ভগুলোর মাঝে আছে সম্পূর্ণ একটি চাকতি, চূঁড়ার নীচে অর্ধ-চাকতি এবং স্তম্ভের ভেতরের দিক ও বেষ্টনী অলংকৃত হয়েছে খোদিত ভাস্কর্য দিয়ে। প্রাচীরের মাথার ঢালু স্থানে মালা পরিহিতা রমণী এবং ভিত্তিমূলে প্রাণী ও বামনের মজার মুখভঙ্গীতে ফুটে উঠেছে গান্ধারা এবং এশীয় শিল্পকলার সুস্পষ্ট প্রভাব। অমরাবতীতে প্রাপ্ত অনেক কুষাণ ভাস্কর্য মথুরা থেকে আমদানী করা হয়েছিলো বা ঐখানে বসেই কুষাণ শিল্পীরা তৈরি করে দিয়েছে। ভাস্কর্যগুলোর গঠন ও বিন্যাসপ্রণালী চমৎকার এবং এতে ফুটে উঠেছে বস্তুর আকার বোঝাবার দক্ষতা। মিছিল, রাজসভা এবং দৈনন্দিন চিত্র গতি এবং উদ্দীপনায় ভরা প্রকাশ করছে বর্ণিল উৎসবের। মানুষ এবং প্রাণীর ফিগারের বিভিন্ন কষ্টকর ভঙ্গী প্রমাণ করে খোদাইকারীদের কৃৎকৌশলগত দক্ষতা। বুদ্ধের মানুষরূপী মূর্তি এবং পুরনো প্রতীক উভয়ের ব্যবহার প্রমাণ করে যে তাদের সময় ক্রান্তিকালের যখন শেষোক্তর গুরুত্ব নতুন ভাব ক্ষুণ্ন করেনি। কুষাণ শিল্পের প্রিয় মোটিফ 'বৃক্ষ এবং রমণী' অমরাবতীতে কদাচ চোখে পড়ে, তবে ভাস্কর্যে প্রায় চোখে পড়ে নাগ। ভারতীয় ধ্রুপদী শারীরকলা মনে হয় অমরাবতীতে তুঙ্গে পৌঁছে এবং কোন রকম ক্ষয় ছাড়াই ক্রমে মধ্যযুগীয় রীতিতে রূপান্তরিত হয়।

৯. গুপ্ত শিল্পকলা

গুপ্ত সাম্রাজ্যের শিল্পকলা বিকশিত হয়েছিল চতুর্থ শতকে। ঐ সময়েই প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
প্রাসাদ এবং মন্দির নির্মিত হয়েছে সম্পূর্ণভাবে পাথরে, পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে মঠ ও মন্দির। তীর্থস্থান বা কোন মহৎ কাজের স্মরণে ভাস্কর্যমণ্ডিত সম্পূর্ণ পাথরের স্তম্ভ তৈরি করার অশোকীয়-রীতির আবার প্রচলন হয়। অবশ্য মৌর্য আমলে নির্মিত স্তম্ভসমূহের চমৎকারিত্ব বা সৌন্দর্যের সঙ্গে অল্প কিছুসংখ্যকের তুলনা হতে পারে। পরবর্তী সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহ দখল করে প্রতিমা বিধ্বংসী মুসলমান সেনা যারা প্রায় প্রতিটি প্রাসাদ, মন্দির, মঠ এবং হাতের নাগালে প্রাপ্ত শিল্পকলার নিদর্শন ধ্বংস করে। দুর্ভেদ্য অঞ্চলের কিছু পাথরের এবং পাহাড় কেটে করা কিছু মন্দির শুধু এই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বেঁচেছে। সারনাথ খুঁড়ে গুপ্তযুগের অমূল্য কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। ঐ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্র ছিল এ অঞ্চল। ভাস্কর্যবিদরা ব্যবহার করতো নিজ অঞ্চলে প্রাপ্ত বেলে পাথর, তবে সমসাময়িক আমলে লাল পাথরে নির্মিত বেশ কিছু মথুরার ভাস্কর্যের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে তখনও শহরের স্টুডিওগুলোর খ্যাতি ও দক্ষতা টিকে ছিল। হিন্দু দেব-দেবীদের পূজো করতো গুপ্তরা, কিন্তু ভক্তি করতো বৌদ্ধ দেবতাদেরও এবং সাহায্য করেছে বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে।

গুপ্তযুগের বড় কৃতিত্ব এই যে, কিংবদন্তীর প্রতিটি চরিত্র, তা হিন্দু বা বৌদ্ধ যাই হোক না কেন, তাতে জুড়ে দিয়েছে প্রচলিত কিছু ভঙ্গী এবং প্রতীকী মুদ্রা। স্থাপিত হলো এক পুনর্গঠিত প্রতিমা শিল্প। ভরহুত, সাঁচি এবং কুষাণ আমলের মথুরায় প্রচলিত পার্থিব, পুরুষোচিত এবং কামোদ্দীপক মূর্তি হয়ে উঠলো নমনীয় এবং আরো অপার্থিব। গুপ্ত যুগে, কুষাণ আমলের কেশ বিহীন বৌদ্ধে দেখা গেল ছোট কোঁকড়া চুল। গুপ্ত যুগের শিল্পীরা বৈচিত্র্য এনেছে তাঁর মুদ্রায়, রীতিসিদ্ধ করেছে সেই স্বচ্ছ পোশাক যাতে তাঁর দেহ দেখা যেত এবং শুধু তাই নয়, তাঁর মাথার চারদিকের জ্যোতিশ্চক্র পদ্ম এবং সিংহাসনও অলংকরণের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। ভিত্তিতে দেখানো হলো দাতাদের ক্ষুদ্র মূর্তি। গুপ্ত যুগের ভাস্কর্যের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল বুদ্ধের জোড়া আঙ্গুল যা কয়েকটি বৌদ্ধ মূর্তিতে পাওয়া গেছে। পাথর খোদাইয়ে দক্ষতা ছাড়াও মোম-গলানো পদ্ধতিতে ধাতু ঢালাইয়ের কাজেও এ যুগের ভাস্কর্যবিদদের উন্নত জ্ঞান ছিল। দিল্লীর লৌহস্তম্ভ এবং সুলতান গঞ্জের দস্তা নির্মিত বিশাল দণ্ডায়মান বুদ্ধ মূর্তি ধাতুগত কৃৎকৌশলগত এবং শৈল্পিক দক্ষতার প্রমাণ।

ষষ্ঠ শতকের গুপ্তশিল্পকলা, বলতে গেলে, ধ্রুপদী ঐতিহ্যের শেষ পর্যায়, তবে গুপ্তশিল্পীদের তৈরি দেবমূর্তির ধারণা ভারতের পরবর্তী যুগের আদর্শ ছিল এবং দূরপ্রাচ্যের যে সব দেশ ভারতীয় সংস্কৃতির স্পর্শে এসেছে তাদের শিল্পকলাকেও প্রভাবিত করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্যপঞ্জি

১. "ভারতে ব্যাকট্রিয়ানদের উল্লেখ্য স্মৃতির একটি মাত্র নিদর্শন পাওয়া গেছে এবং তাও গ্রীক ভাষায় নয় বরং প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মী লিপিতে। তক্ষশীলার একহাজার মাইল দূরে মধ্য ভারতের বিদিশায় প্রাপ্ত এই শিলালেখটি উৎকীর্ণ এক স্তম্ভে। শিলালেখ অনুসারে, স্তম্ভটি স্থাপন করেছিলেন ডিয়ন পুত্র হেলিয়োডরাস যিনি বিদিশায় এসেছিলেন তক্ষশীলার গ্রীক রাজা এন্টিয়ালসিডাসের দূত হিসেবে। এ শিলালেখা থেকে ঘটনাক্রমে লক্ষণীয় যে, গ্রীকরা কিভাবে বিজিত দেশের ধর্মকে মেনে নিচ্ছে। তাদের নমিত স্থিতি-স্থাপক বিশ্বাসের কারণে তারা ভারতীয় দেবতাকে মেনে নিলো নিজ দেবতা হিসেবে। ইতালীতে যেমন তারা মিল খুঁজে পেয়েছিলো মিনার্ভার সঙ্গে হেলেনার বা বাক্কাসের সঙ্গে ডিয়নোসাসের তেমনি ভারতে তারা সূর্যের সঙ্গে সূর্যদেবতার, এবং প্রেমের দেবতা কামের সঙ্গে মিল খুঁজে পেলো এরোসের। সুতরাং, শিব, পার্বতী, বিষ্ণু বা লক্ষীর বন্দনায় তারা ইতস্তত করে নি।"

Sir. John Marshall, A Guide to Taxila.

২. "ইতিহাস পূর্ব যুগে বৈদিক আর্যদের ধর্মচক্রকে সবচেয়ে বড় শিল্পকাজ হিসেবে নির্দেশ করা হতো। ইতিহাস পূর্ব মানুষের কাছে ধর্মচক্র নির্মাণ অবশ্যই একটি বিশাল পদক্ষেপ। ঋগবেদে চক্রকে (স্পোক হচ্ছে কোনটাই শেষ নয়) এবং এর কর্ম হচ্ছে প্রিয় উপমা এবং প্রায়শঃ প্রতিনিধিত্বশালীতা। বহু প্রশংসিত ইন্দ্র (ঋগবেদে এভাবে বর্ণিত ৬, ৩২, ২০) "আমি গানের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করি যেমন করে চক্র নির্মাতারা চক্রের ভালোকাঠের নির্মিত রিমকে বাঁকান। তাঁর হাতের বিদ্যুল্লতা সকল মানুষের ওপর শাসন করে যেমন করে কিনা চাকা স্পোককে জড়িয়ে রাখে (ঋগবেদ ৩২)। সকল তুলনা অনুসরণ করলে আমরা অনেকদূর পৌঁছে যাবো; চক্র ভারতবর্ষে প্রাচীন সভ্য পৃথিবীর এমনকি আধুনিক যুগেও গুহ্য শক্তির প্রতীক, কাব্যিক তুলনার মহান বিষয়। বৌদ্ধরা চক্রকে গ্রহণ করেছেন তাদের ধর্মের সুস্পষ্ট ধারক হিসেবে যা কিনা পরে আমরা উল্লেখ করবো।"

A. Grunwedel, translated by A.C.Gibson, Buddhist Art in India.

৩. "প্রাচীন বৌদ্ধ ভাস্কর্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আকামেনিডাস রাজ্য ও উত্তর পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক সম্পর্কের কথা মনে রাখা। হিসটাসপেসের পুত্র দারিয়ুস (পারস্য ভাষায় দারিয়া ভাউস) ছিলেন ঐ বংশের প্রথম ভারতে যার বিজয় সম্পর্কে পাওয়া যায় বিশ্বাসযোগ্য তথ্য। জ্ঞাতিদের সঙ্গে লড়াইয়ের পর এই রাজা তাঁর পূর্বপুরুষদের সাম্রাজ্য ফিরিয়ে এনেছিলেন বা এর অবকাঠামো সংগঠনের দৃঢ় করার পথ উন্মুক্ত করেছিলেন, হেরোডটাসের ভাষায়, "এশিয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
বিশাল অংশ আবিষ্কারের মাধ্যমে। এরকম একটি প্রকল্প ছিল সিন্ধুর উৎস খুঁজে বের করা যা প্রেরিত হয়েছিলো কারিয়ানডার স্কাইল্যাক্সের নেতৃত্বে। এ রাজার শেষদিককার শিলালেখতে দেখা যায় হিন্দু এবং গান্ধাররা তাঁর প্রজা ছিলেন। দারিয়ুসের পুত্র ও উত্তরাধিকারী জারেক্সের আমলে দেখা যায়, আরকোশিয়ান প্রদেশের হিন্দু ও গান্ধাররা তখনও ছিল পারস্য রাজদের অধীন। ভারতীয় সেনারা গিয়েছিলো গ্রীসে সেই বিশাল সেনাবাহিনীর সঙ্গে, থেসালীতে মারদোনিয়সের অধীনে পারস্য ও মেডেসদের সঙ্গে কাটিয়েছে শীত এবং মেনে নিয়েছে তাদের সঙ্গে ল্যাটিয়ার পরাজয়।"

A. Grunwedel, Buddhist Art in India (translated by A.C.Gibson)

৪. "প্রভাবিত ও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার পরও হেলেনীয় শিল্পকলা ভারতের ওপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি যা পেরেছে তা ইটালী বা পশ্চিম এশিয়ায়। এর একটি কারণ, দু' অঞ্চলের মানুষের মানসিক গড়নের পার্থক্য। গ্রীকদের কাছে পুরুষ, পুরুষের সৌন্দর্য এবং পুরুষের বুদ্ধি হচ্ছে সবকিছু এবং এখনও প্রাচ্যে হেলেনীয় শিল্পকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত সেই সৌন্দর্য ও বুদ্ধিবৃত্তির। কিন্তু, ভারতীয় মনে এই আদর্শ কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। ভারতীয় মন বাধা ছিল নশ্বরে নয় বরং অবিনশ্বরে, সীমায় নয় অসীমে। যেখানে গ্রীস চিন্তা করেছে নৈতিকতা সেখানে তার চিন্তা ছিল পারলৌকিক। যেখানে গ্রীক ছিল যুক্তিবাদী, সে ছিল আবেগপ্রবণ। এবং এই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা যা ছিল ঐশ্বরিক পরবর্তীকালে তা সে রূপ দিতে চেয়েছে ফর্ম এবং রং-য়ে।"

Sir John Marshall, A Guide to Taxila.

গ্রন্থপঞ্জি

Coomaraswamy, A. History of Indian and Indonesian Art : London, 1927.

Cunningham, Sir A. The Stupa at Bharut; London, 1879.

Foucher, A. Beginning of Buddhist Art; Paris and London, 1927.

Grunwedel, A. Buddhist Art in India. London, 1918.

A Guide to Taxila : Delhi,1916.

The Oxford History of India, Oxford, 1920.

Smith, V.A. Early History of India; 1924. A History of Fine A in India and Ceylon, Oxford, 1930.

Tran, W.W. The Greeks in Bactria and India, Cambridge, 1938.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোকচিত্রের বিবরণমূলক টীকা
(কয়েকটি ছাড়া আলোকচিত্রগুলো কালানুক্রমিকভাবে উপস্থাপিত)

১. অশোক স্তম্ভের শীর্ষস্থানের বৃষ। মসৃণ বেলেপাথর। উচ্চতা ৬ ফুট ৯ ইঞ্চি (২০৫ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান বিহার। খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী। মৌর্যযুগ (খ্রিষ্টপূর্ব ৩২২-১৮৫ অব্দ)। বর্তমানে কোলকাতায় ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম-এ প্রদর্শিত।
এ বিখ্যাত পূর্ণাঙ্গ আকৃতির ভাস্কর্যটি মৌর্যযুগের নিদর্শন। স্তম্ভশীর্ষের পীঠিকায় উৎকীর্ণ গোলাপ, তালপাতা, পুষ্পলতা, এবং ঘণ্টাকৃতি পদ্মে ভাস্কর্যটির পশ্চিম এশীয় উৎস চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু বৃষটি ভারতীয়। এ বৃষটি বীর্যবত্তার সঙ্গে শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির প্রতীক। এ সময়ের অত্যন্ত উচ্চমানের পাথর খোদাই সম্পর্কে সার জন মার্শাল বলেন "সত্যি ভারতে এত নিখুঁত ভাস্কর্য আর হয় নি, এমন কি আমার মনে হয় প্রাচীন বিশ্বের কোথাও এ সময়ে ভাস্কর্যের চাইতে উৎকৃষ্ট কিছু নেই।"

২. যক্ষ। লোহিত-ধূসর বেলেপাথর। উচ্চতা ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি (১৬৫ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান বিহার। বর্তমানে বিহারে পাটনা মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ অব্দ। অন্ত্য মৌর্যযুগ। যদিও এটি যক্ষের মূর্তি, এ মুণ্ড এবং মস্তকহীন ভাস্কর্যটি একজন দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের। তার হাতে মাছি তাড়ানো চামর। বিশাল দেহ, ভারি কণ্ঠহার, দীর্ঘ ও চওড়া কটিবন্ধ দিয়ে বাঁধা সঙ্কীর্ণ কৌপীন, সব মিলিয়ে ভাস্কর্যটি এক গুরুভার আকৃতির প্রকাশ। মৌর্যযুগের মসৃণ পালিশের রেশ ভাস্কর্যটির উর্ধ্বাংশে এবং পায়ে লক্ষণীয়।

৩. অলংকৃত কোমর বন্ধনীসহ নারী দেহকাণ্ড। পোড়া মাটি। উচ্চতা ৬½ ইঞ্চি (১৬ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান বিহার। বর্তমানে বিহারের পাটনা মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। অন্ত্য খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী। এ অন্ত্যমৌর্য কিংবা আদিসুঙ্গ যুগের ক্ষুদ্র মূর্তিটিতে নারীদেহকে যৌনাবেদনময় করে গড়া হয়েছে। তার শরীর, পরিধেয় বস্ত্র জমকালো সজ্জা সবকিছু বিপুল প্রাণময়তা ফুটিয়ে তুলেছে।

৪. পুরুষ মূর্তি। পোড়ামাটি। উচ্চতা ৫½ ইঞ্চি (১৪ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান অহিচ্ছত্র, উত্তর প্রদেশ। বর্তমানে দিল্লীর মধ্য এশীয় প্রত্নবস্তু মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী।
এ যুবামূর্তিটির জমকালো পরিচ্ছদ ও বিশাল পাগড়িটি খুব দক্ষতার সঙ্গে তৈরি এবং পোশাকের মিহি কাপড় সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, বিশেষ করে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
অংশটি ডান হাত এবং শরীরকে পেঁচিয়ে আছে। যদিও কাল পরিক্রমায় ক্ষয়প্রাপ্ত, তবুও এ ক্ষুদ্র মূর্তিটির মুখের হাসি এখনও উজ্জ্বল ও অমলিন।

৫. মানুষসহ হাতি। কালচে ধূসর পোড়ামাটি। উচ্চতা ৪½ ইঞ্চি (১৪.৫ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান মথুরা, উত্তর প্রদেশ। বর্তমানে মথুরার কার্জন মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দী।

৬. পুরুষের মাথা। বেলেপাথর। উচ্চতা ৬ ইঞ্চি (১৫ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান সারনাথ, উত্তর প্রদেশ। বর্তমানে সারনাথ মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। আদি খ্রিষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দী। সুঙ্গযুগ (খ্রিষ্টপূর্ব ১৮৫-৭৩ অব্দ)।

দীর্ঘ কুঞ্চিত গোঁফের এ পুরুষ মুণ্ডটি সম্ভবত একজন দাতার প্রতিকৃতি। অশোকযুগের ওস্তাদ শিল্পীদের নিখুঁত খোদাই এর ছাপ এতে না থাকলেও মূর্তিটিতে তেজোবীর্য এবং গুরুভার প্রকাণ্ডতা প্রস্ফুটিত।

৭-৮. যক্ষী। মসৃণ বেলেপাথর। উচ্চতা (পীঠিকাবাদে) ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি (১৬০ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান বিহার। বর্তমানে বিহারের পাটনা মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী। লক্ষ্যণীয় যে ভাস্কর্যটির ঊর্ধ্বাংশের রূপায়ণে নিপুণ কাজের ছাপ রয়েছে অথচ নিম্নাংশটি আদিম ভাস্কর্য রীতির শুধু সম্মুখভাগ খোদাই।

৯. ভরহুতের বেষ্টনীপ্রাচীর (ভগ্নাংশ)। লোহিত বেলেপাথর। উচ্চতা ৯ ফুট (২৭৪ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান ভরহুত, মধ্যপ্রদেশ। বর্তমানে কোলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দী। ভরহুতের বেষ্টনীপ্রাচীর অনেকগুলো চতুষ্কোণ স্তম্ভ পরকলাকৃতি প্রস্তরদণ্ড দ্বারা আড়াআড়িভাবে যুক্ত হয়ে নির্মিত হয়েছিল। প্রত্যেক স্তম্ভের মাঝে তিনটি করে সমান্তরাল গরাদ দুইপাশের দু'টো স্তম্ভের মাঝে গাঁথা ছিল। প্রত্যেক স্তম্ভের শীর্ষে ছিল বিরাট পাথুরে টুপি। ছবির বাঁ দিকের স্তম্ভের হস্তী-আরোহী একজন রাজন্য দেখা যাচ্ছে। তাঁর হাতে একটি পূতবস্ত্র। তাঁর বাম পাশে গরুড় অঙ্কিত পতাকা হাতে একজন অশ্বারোহী। বেষ্টনীদণ্ডের ওপরে সৌভাগ্যের দেবী লক্ষ্মী বা শ্রী-র মূর্তি।

১০. ভরহুত স্তম্ভের ব্যাস রিলিফ। লোহিত বেলেপাথর। প্রস্থে ১ ফুট ৮ ইঞ্চি (৫১ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান ভরহুত, মধ্যপ্রদেশ। বর্তমানে কোলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী। এ বা রিলিফে বুদ্ধজননী মায়াদেবীর স্বপ্ন উৎকীর্ণ। একটি শ্বেত-হস্তীরূপে বোধিসত্ত্ব (বুদ্ধের আত্মা) স্বর্গ থেকে অনুচরী পরিবেষ্টিত। পালঙ্কে শায়িতা রাণীর কাছে নেমে আসছেন। পাশে একটি প্রদীপ জ্বলছে, অর্থাৎ ঘটনাটি রাত্রিকালীন।

১১. স্তম্ভশীর্ষের ব্যাস রিলিফ। লোহিত বেলেপাথর। প্রস্থ ১ ফুট ৮ ইঞ্চি (৫১ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান ভরহুত। বর্তমানে কোলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দী। এটি চার রাজপুত্রের নির্বাসন কাহিনীর ছবি। রাজপুত্রদের অনুরোধে কপিল ঋষি তাঁর আশ্রম তাদের নতুন রাজধানী তৈরির জন্য ছেড়ে দিতে রাজি হচ্ছেন। এখানে জটাধারী মূর্তিটি কপিল ঋষির; সামনে চার রাজপুত্র সশ্রদ্ধভাবে নতজানু ও করজোড়ে দণ্ডায়মান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২. গঙ্গিতাযক্ষ। লোহিত বেলেপাথর। উচ্চতা ৫ ফুট (১৫২ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান : ভরহুত, মধ্যপ্রদেশ। বর্তমানে কোলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে প্রদর্শিত (খ্রিষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দী)। এটি উপদেবতার প্রতিমূর্তি। পায়ের নিচে বৃক্ষ ও হাতি তার উচ্চমর্যাদাজ্ঞাপক।

১৩. চুলালোক দেবতা। লোহিত বেলেপাথর। উচ্চতা ৫ ফুট (১৫২ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান ভরহুত, মধ্যপ্রদেশ। বর্তমানে কোলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দী।

১৪. সিরিমা দেবতা। লোহিত বেলেপাথর। উচ্চতা ৫ ফুট (১৫২ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান ভরহুত, মধ্যপ্রদেশ। বর্তমানে কোলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দী। এ অসাধারণ আদিম মূর্তিটি সম্ভবত মাতৃকাদেবীর। এ ধরনের অন্যান্য মূর্তির তুলনায় এটি অত্যন্ত সুগঠিত ও সুচারুরূপে খোদিত। মূর্তিটির স্বচ্ছ দেহাবরণী ও অলঙ্কারের খোদাই লক্ষণীয়। বাস্তবশৈলীর ডানহাতে সম্ভবত পদ্ম ছিল।

১৫. জেতবন বিহার। লোহিত বেলেপাথর। প্রস্থ ১ ফুট ৮ ইঞ্চি (৫১ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান ভরহুত, মধ্যপ্রদেশ। বর্তমানে কোলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দী।

১৬. স্তম্ভের অংশ। লোহিত বেলেপাথর। প্রাপ্তিস্থান ভরহুত, মধ্যপ্রদেশ। বর্তমানে কোলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দী। স্বর্গে নৃত্য ও বাদনরতা অপ্সরাদের দৃশ্য। বীণা, খঞ্জনি এবং বোঝা যাচ্ছে না এমন কিছু বাদ্যযন্ত্র তাদের হাতে রয়েছে।

১৭. পশ্চিম তোরণ, সাঁচি। প্রাপ্তিস্থান সাঁচি, মধ্যপ্রদেশ। খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী। ছবিতে বর্তুলাকার স্তূপ, আবেষ্টনী এবং তোরণের অংশ দেখা যাচ্ছে।

১৮. স্তম্ভের অংশ (পূর্ব তোরণ)। বেলেপাথর। প্রাপ্তিস্থান সাঁচি, মধ্যপ্রদেশ। খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী।

১৯. স্তম্ভের অংশ (উত্তর তোরণ) বেলেপাথর। প্রাপ্তিস্থান : সাঁচি, মধ্যপ্রদেশ। খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী।

২০. স্তম্ভের অংশ (পূর্ব তোরণ) বেলেপাথর। প্রাপ্তিস্থান সাঁচি, মধ্যপ্রদেশ। খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী।

২১. স্তম্ভের অংশ (উত্তর তোরণ)। বেলেপাথর। প্রাপ্তিস্থান : সাঁচি, মধ্যপ্রদেশ। খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী।

২২. স্তম্ভশীর্ষের কড়ি (উত্তর তোরণ)। বেলেপাথর। প্রাপ্তিস্থান সাঁচি, মধ্যপ্রদেশ। খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী। একেবারে ওপরে মাঝখানে ধর্মচক্র বহনকারী চারটি হাতি ছিল। এখন ভেঙ্গে যাওয়া ধর্মচক্রের শুধু বাঁ দিকের অংশটি দৃশ্যমান।

২৩. স্তম্ভশীর্ষের মধ্যম কড়ি (পশ্চিম তোরণ) বেলেপাথর। প্রাপ্তিস্থান সাঁচি, মধ্যপ্রদেশ। খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী। মৃগবনে বুদ্ধের প্রথম ধর্মোপদেশ দানের দৃশ্য। মাঝে 'ধর্মচক্র' যার দুই ধারে শ্রদ্ধাবনত ভঙ্গিতে ভক্তরা দণ্ডায়মান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৪. চদ্দন্ত জাতক। পশ্চিম তোরণের নিচের কড়ির সম্মুখভাগ। বেলেপাথর। প্রাপ্তিস্থান : সাঁচি, মধ্যপ্রদেশ। খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী। বোধিসত্ত্ব কাহিনী (বুদ্ধকে তাঁর সর্বশেষ জন্মের পূর্ববর্তী জন্মসমূহে বোধিসত্ত্ব বলা হয়)। হস্তি যুথপতিরূপী বোধিসত্ত্ব। তাঁর দু'স্ত্রীর একজন বুদ্ধের প্রতি আক্রোশ পোষণ করতেন। এ স্ত্রী বারাণসীর রাণীরূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগ্রত হওয়ায় তিনি প্রতিশোধ কামনায় পীড়িত হওয়ার ভান করে রাজাকে বলেন যে, শুধু হস্তিযুথপতির গজদন্ত তাঁকে আরোগ্য করতে সক্ষম। হস্তিযুথপতিরূপী বোধিসত্ত্বকে হত্যা করে তাঁর গজদন্ত সম্মুখে আনা হলে তা দেখে রাণী তীব্রভাবে অনুতপ্ত হন এবং মনস্তাপে মৃত্যুবরণ করেন। বিপুলাকার হস্তিযুথকে ছবিতে দলবদ্ধ অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। তাদের যুথপতির ছ'টি গজদন্ত রয়েছে এবং অনুচর হস্তিগণ রাজপদ চিহ্নিত করার জন্য তার মাথার রাজছত্র ও চামর ধরে আছে।

২৫. মধ্যম কড়ি (পশ্চিম তোরণ) বেলেপাথর। প্রাপ্তিস্থান : সাঁচি, মধ্যপ্রদেশ। খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী। জন্মভূমি কপিলাবস্তু থেকে বুদ্ধের নিষ্ক্রমণ দৃশ্য। বুদ্ধের উপস্থিতি আরোহীশূন্য অশ্বের জিনের ওপর ছত্র এবং পদচিহ্ন দ্বারা বোঝানো হচ্ছে। অশ্বের অগ্রগমন কয়েকবার উৎকীর্ণ করে দেখানো হয়েছে।

২৬. নিচের কড়ির অংশ (উত্তর তোরণ) বেলেপাথর। প্রাপ্তিস্থান : সাঁচি, উত্তর প্রদেশ। খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী। নগর প্রাকার, বুরুজ ও প্রাসাদের অংশ দৃশ্যমান। সম্মুখের বৃক্ষ ও পদ্ম পরিখার নির্দেশক এবং ডানে দু'জন রমণীকে নগর তোরণ থেকে বেরুতে দেখা যাচ্ছে।

২৭. অংশ (উত্তর তোরণ) বেলেপাথর। প্রাপ্তিস্থান সাঁচি, মধ্যপ্রদেশ। খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী।

২৮. অংশ (পূর্ব তোরণ) বেলেপাথর। প্রাপ্তিস্থান সাঁচি। খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী। মহিষ, হরিণ ও পাখিসহ অরণ্য-দৃশ্য।

২৯. পুষ্প মোটিফ (উত্তর তোরণ) বেলেপাথর। প্রাপ্তিস্থান : সাঁচি, মধ্যপ্রদেশ, খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী। পবিত্র জলপূর্ণ কুম্ভ ও পদ্ম।

৩০. পুষ্প মোটিফ (উত্তর তোরণ) বেলেপাথর। প্রাপ্তিস্থান : সাঁচি, মধ্যপ্রদেশ। খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী। পবিত্র জলপূর্ণ কুম্ভ ও পদ্ম।

৩১. দু'টি ময়ূর (উত্তর তোরণ) বেলেপাথর। প্রাপ্তিস্থান সাঁচি, মধ্যপ্রদেশ। খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী।

৩২. পক্ষযুক্ত মৃগ (উত্তর তোরণ) বেলেপাথর। প্রাপ্তিস্থান সাঁচি, মধ্যপ্রদেশ। খৃষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী। এ যৌগিক প্রাণীটির উৎস সম্ভবত ইরানের পার্সিপোলিস।

৩৩. যক্ষিনী (উভয় তোরণ) বেলেপাথর। প্রাপ্তিস্থান সাঁচি, মধ্যপ্রদেশ। খ্রিষ্টপূর্ব ১ম খ্রিষ্টীয় ২য় শতাব্দী। এ মূর্তিটি ভরহুত ও সাঁচির বৃক্ষ ও রমণী মোটিফের অনুরূপ শৈলীর, পার্থক্য শুধু তার বাম হস্তে ধৃত তরবারিটি। দেহের ঊর্ধ্বাংশের পরিপূর্ণ আকৃতির তুলনায় পা দুটি স্থূলভাবে খোদিত ও দুর্বল।

৪১. দৃঢ়ভাবে করবদ্ধ রমণী। লোহিত বেলেপাথর। প্রাপ্তিস্থান মথুরা, উত্তর প্রদেশ। বর্তমানে লখনউ-এর প্রাদেশিক মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টীয় ২য় শতাব্দী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪২. পাখির খাঁচা হাতে বালিকা। লোহিত বেলেপাথর। উচ্চতা ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি (১২৯ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান মথুরা, উত্তর প্রদেশ। বর্তমানে কোলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। আদি খ্রিষ্টীয় ২য় শতাব্দী। বালিকাটি নগ্ন, শুধু তার দেহে স্বচ্ছ আবরণের ইংগিত রয়েছে। তার বাম বাহুতে বসা পাখিটি চুল খুঁটছে। তার ডান হাতে পাখির খাঁচা। তার পায়ের নিচে গুঁটিসুটি মেরে বসে থাকা বামনাকৃতির দানবটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা মুশকিল। বালিকাটির ওপরে ঝুল বারান্দায় দু'জন রমণী প্রসাধনরতা।

৪৩. পুরুষ মুণ্ড। লোহিত বেলেপাথর। উচ্চতা ১১ ইঞ্চি (২৭ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান : মথুরা, উত্তর প্রদেশ। বর্তমানে মথুরার কার্জন মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টীয় ২য় শতাব্দী। এটি একটি প্রতিকৃতির মাথা এবং বিশাল মূর্তির অংশ। মূল্যবান উষ্ণীষ, ব্যক্তিত্বপূর্ণ এবং মর্যাদাজ্ঞাপক মুখাবয়ব থেকে মনে হয় এটি রাজপুরুষ কিংবা অভিজাতবর্গের কারুর প্রতিকৃতি।

৪৪. বালিকার মুণ্ড। লোহিত বেলেপাথর। উচ্চতা ১ ফুট ২½ ইঞ্চি (৩৬.৫ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান মথুরা, উত্তর প্রদেশ। বর্তমানে মথুরার কার্জন মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টীয় ২য় শতাব্দী। বিশাল মূর্তির অংশ এ মাথাটি সম্ভবত একজন যক্ষী কিংবা অভিজাত নারীর প্রতিকৃতি। ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তার কোমল গড়ন এবং সূক্ষ্ম ও মনোহর কেশবিন্যাস বোঝা যায়।

৪৫. বালিকার মুণ্ড। লোহিত বেলেপাথর। উচ্চতা ৪⅜ ইঞ্চি (১২ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান মথুরা, উত্তর প্রদেশ। বর্তমানে লন্ডনস্থ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। আদি খ্রিষ্টীয় ২য় শতাব্দী।

৪৬. পুরুষ ও নারী। লোহিত বেলেপাথর। উচ্চতা ১ ফুট ২⅛ ইঞ্চি (৩৬ সেন্টিমিটার) প্রাপ্তিস্থান সরগুজ, মধ্যপ্রদেশ। বর্তমানে কোলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। অন্ত্য খ্রিষ্টীয় ২য় শতাব্দী।

আবেষ্টনী স্তম্ভের মূর্তিগুলোর তুলনায় এ দলটি কিছুটা অপটুভাবে খোদিত হয়েছে। বাঁ দিকের ক্ষুদ্রাকৃতি রমণীটিকে বামনরূপে দেখানো হয়নি। অন্য দু'জনের তুলনায় সে কম গুরুত্বপূর্ণ কিংবা অনভিজাত। এ দলটি কোন কাহিনী তুলে ধরছে তা বোঝা মুশকিল।

৪৭. বোধিসত্ত্ব। লোহিত বেলেপাথর। উচ্চতা ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি (১৭৭ সেন্টিমিটার) প্রাপ্তিস্থান অজ্ঞাত। বর্তমানে মথুরার কার্জন মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। আদি খ্রিষ্টীয় ২য় শতাব্দী। মুণ্ডহীন এ বিশাল ভাস্কর্যটি ভরহুত ও সাঁচির অতিকায় দেহাকৃতি খোদাইয়ের অপরিবর্তিত শৈলীর অনুসরণে তৈরি। এটি শক্তিময়তার প্রতীক। হাঁটুর নিচে গোছানো এবং দু'পায়ের মাঝে প্রথাসিদ্ধভাবে ছড়ানো কুঁচি দেয়া সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ পরিধেয় প্রতিমূর্তিটিকে স্থৈর্য ও নিরেট উচ্চতা প্রদানে সহায়তা করেছে।

৪৮. খিলানে অংশ। লোহিত বেলেপাথর। উচ্চতা ৩ ফুট ১ ইঞ্চি (৯৪ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান মথুরা, উত্তর প্রদেশ। বর্তমানে মথুরার কার্জন মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টীয় ২য় শতাব্দী। এ ব্যাস রিলিফে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের পূজা দেখানো হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৯. নগ্ন দেবী। পোড়ামাটি উচ্চতা ৪$\frac{৩}{৪}$ইঞ্চি ১২.৩ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান তক্ষশীলা, পশ্চিম পাঞ্জাব, পাকিস্তান। বর্তমানে ইংল্যান্ডের নরফোকবাসী কর্নেল ডি. এইচ. গর্ডনের সংগ্রহে রয়েছে। আদি খ্রিষ্টীয় ১ম শতাব্দী।

৫০. পক্ষযুক্ত নারীমূর্তি (ব্রোচ) স্বর্ণ। উচ্চতা ৩ $\frac{১}{৪}$ইঞ্চি (৮.৩ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান : সিরকাপ, পশ্চিম পাঞ্জাব, পাকিস্তান। বর্তমানে দিল্লীর মধ্য এশীয় প্রত্নবস্তু মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টীয় ১ম–২য় শতাব্দী।

৫১. নারীমূর্তি। কর্বুর শিলা। প্রাপ্তিস্থান তক্ষশীলা, পশ্চিম পাঞ্জাব, পাকিস্তান। বর্তমানে দিল্লীর মধ্য এশীয় প্রত্নবস্তু মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। আদি খ্রিষ্টীয় ২য় শতাব্দী। পদ্ম হাতে এ নারীমূর্তিটিতে ভারতীয় রীতির ক্ষেত্রে গ্রীকোরোমান কারুকলার প্রয়োগ লক্ষণীয়। দাঁড়ানোর ভঙ্গি, দেহসৌষ্ঠব প্রকাশকারী স্বচ্ছ পরিধেয় এবং ভারি কটিবন্ধ ভরহুত ও মথুরার এ ধরনের নারীমূর্তিগুলোর আদিরূপের সংগে তুলনীয়। কিন্তু তার মুখমণ্ডল, কেশবিন্যাস ও বাস্তববাদী শরীরে হেলেনিক রূপ প্রতিফলিত।

৫২. পুরুষ মুণ্ড। পোড়ামাটি উচ্চতা ৮$\frac{১}{২}$ইঞ্চি (২১.৫ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান গান্ধারা, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাকিস্তান। বর্তমানে লন্ডনস্থ ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টীয় ২য় শতাব্দী। এ হেলেনিক মাথাটিতে মুখমণ্ডল ও কেশবিন্যাসে বাস্তববাদী শৈলী ফুটে উঠেছে। এ রকম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী অভিব্যক্তি ভারতীয় রীতিতে দুর্লভ।

৫৩. সংসার ত্যাগ। স্ফটিক শিলা। উচ্চতা ১১$\frac{৩}{৪}$ইঞ্চি (৩১ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান গান্ধারা, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাকিস্তান। বর্তমানে পাকিস্তানের পেশোয়ার মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টীয় ২য়-৪র্থ শতাব্দী। যুবরাজ সিদ্ধার্থ তাঁর নিদ্রিতা স্ত্রীর পাশ থেকে উঠে অশ্বারোহণে উদ্যত। তাঁর অনুগত অনুচর ছন্দক ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে। মূর্তিগুলোর অবস্থানে সঙ্গতি থাকলেও এতে পরবর্তী গান্ধারা শিল্পের খোদাই কাজের সূক্ষ্মতা নেই।

৫৪. সংসার ত্যাগ। স্ফটিক শিলা। উচ্চতা ২ ফুট $\frac{১}{২}$ইঞ্চি (৬২ সেন্টিমিটার)। বর্তমানে পাকিস্তানের লাহোরের সেন্ট্রাল মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টীয় ২য়-৪র্থ শতাব্দী। নিদ্রিত স্ত্রীর পাশে যুবরাজ সিদ্ধার্থ পালঙ্কে উপবিষ্ট। সংসার ত্যাগের প্রাকমুহূর্তে তিনি চিন্তামগ্ন। বাদক দল সামনে নিদ্রিত। দেবতা এবং বোধিসত্ত্বগণ ওপর থেকে এ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি অবলোকন করছেন। ষাঁড়টি বৃষক্ষত্রের প্রতীক যা সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের সময় নির্দেশ করছে। দৃশ্যমান ভবনটি ভারতীয় স্থাপত্যশৈলীর কিন্তু চরিত্রগুলো ও তাদের পরিধেয় হেলেনিক।

৫৫. উপাসকবৃন্দ। কর্বুর শিলা। উচ্চতা ৬ ইঞ্চি (১৬ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান অজ্ঞাত। বর্তমানে পাকিস্তানের পেশোয়ারের মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টীয় ২য়-৪র্থ শতাব্দী।

৫৬. পরিনির্বাণ। স্ফটিকশিলা। উচ্চতা ১ ফুট ৪ ইঞ্চি (৪১ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান অজ্ঞাত। বর্তমানে লন্ডনস্থ ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে প্রদর্শিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
খ্রিষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দী। একটি সম্পূর্ণ দৃশ্যের নিচের অংশ। ওপরের অংশে (যা দৃশ্যমান নয়)। বস্ত্রাচ্ছাদিত পালঙ্কে অর্ধশয়ানে বুদ্ধ। বামে বজ্রপাণি এবং বুদ্ধের অন্যান্য শিষ্যরা তাঁর দেহাবসানে শোকরত। ডান দিকের উপবিষ্ট ধ্যানমগ্ন মূর্তিটি সম্ভবত বুদ্ধের সর্বশেষ ধর্মান্তরিত শিষ্য সুভদ্র, এবং তেপায়া থেকে ঝুলন্ত বস্তুটি তাঁর ভিক্ষাপ্রাপ্ত।

৫৭. মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বদের একজন, যিনি বুদ্ধের মতোই ধর্ম প্রচার এবং পৃথিবীতে শান্তি আনার জন্যে নির্ধারিত। তাঁর বাম পা সম্মুখে সামান্য আনমিত। উত্তোলিত ডান হাতে (এখন নেই) উত্তরীয়র একটা অংশ ছিল, বাঁ হাতে পূত জলের কলস। মাথার ওপর চুলের গোছ বড় করে বাঁধার রীতিটি গান্ধারা মৈত্রেয়র বৈশিষ্ট্য। তাঁর কপালে দেবত্বের প্রতীক 'ঊর্ণা' বাঁধা। এটি সকল গান্ধারা বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের কপালে দেখা যায়। মৈত্রেয়র গোঁফটি পুরু ও দীর্ঘ। ভারি কণ্ঠহারটিতে দু'টি নারীসেন্টর রয়েছে।

৫৮. বোধিসত্ত্ব স্ফটিকশিলা। উচ্চতা ৪ ফুট ৩½ ইঞ্চি (১০০ সেন্টিমিটার) প্রাপ্তিস্থান গান্ধারা, বর্তমানে পাকিস্তানের পেশোয়ার মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টীয় ২য়-৪র্থ শতাব্দী। বোধিসত্ত্বের উষ্ণীষটি জাঁকালো। ভেঙে যাওয়া ডান হাতটি সম্ভবত 'অভয় মুদ্রা' প্রদর্শন করছিল। কণ্ঠহার ছাড়াও তিনি কবচমালা ধারণ করছেন। তাঁর ডান হাঁটু সম্মুখে বাঁকানো এবং তাঁর পায়ে ফিতেওয়ালা স্যান্ডেল রয়েছে। যে পিঁড়ির ওপর তিনি দণ্ডায়মান তার দু'ধারে দু'টি করিন্থীয় স্তম্ভ এবং মাঝে উপাসক দল ও চক্র বা পদ্মের প্রতীক রয়েছে।

৫৯. হীনযান রথ। স্ফটিকশিলা। উচ্চতা ১ ফুট ½ ইঞ্চি (৩২ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান : গান্ধারা, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাকিস্তান। বর্তমানে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টীয় ৪র্থ-৫ম শতাব্দী। এ ভাস্কর্য খণ্ডের সাধারণভাবে গৃহীত নামটি সম্ভবত সঠিক নয়। এটি হয়ত অন্যান্য সহপাঠীদের সংগে বোধিসত্ত্বের পাঠশালায় যাওয়ার ছবি। শিক্ষার্থীদের হাতে যে কাঠের তক্তা দেখা যাচ্ছে তা এখনও ভারতের গ্রামের পাঠশালায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তক্তা ছাড়াও শিক্ষার্থীদের হাতে কালির দোয়াত বহন করতে দেখা যাচ্ছে।

৬০. উপবিষ্ট বুদ্ধ। স্ফটিকশিলা। উচ্চতা ৩ ফুট ৭½ ইঞ্চি (১১০ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান গান্ধারা। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাকিস্তান। বর্তমানে এডিনবরার রয়াল স্কটিশ মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টীয় ৩য়-৪র্থ শতাব্দী।
স্বচ্ছ দেহাবরণের নিচে বুদ্ধের শরীর ক্রীড়াবিদদের মতো সুগঠিত। সিংহবাহী আসনে উপবিষ্ট যাতে বোধিসত্ত্ব ও শিষ্যরা ক্ষুদ্রাকারে উৎকীর্ণ রয়েছে। ক্ষুদ্র মূর্তি দু'টির ডানেরটি একজন ভিক্ষুণীর। এর সূক্ষ্ম আকার এবং অনুপম দেহসৌষ্ঠবে গান্ধারা ভাস্কর্য শিল্পের উৎকর্ষ প্রতিফলিত।

৬১. উপবিষ্ট বুদ্ধ। চুনবালি। উচ্চতা ২ ফুট (৬১ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান গান্ধারা, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাকিস্তান। বর্তমানে যুক্তরাজ্যের শেটল্যান্ডবাসী ক্যাপ্টেন হে অব হেফিল্ডের সংগ্রহে রয়েছে। খ্রিষ্টীয় ২য়–৪র্থ শতাব্দী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
৬০ সংখ্যক ভাস্কর্যের তুলনায় এটি অনেক নিম্নমানের কাজ। বুদ্ধের পরিধেয় এবং দেহ স্থূলভাবে খোদিত।

৬২. যুবকের মুণ্ড। চুনবালি। উচ্চতা ১১ ইঞ্চি (২৮ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান : গান্ধারা, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাকিস্তান। বর্তমানে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টীয় ৪র্থ-৫ম শতাব্দী।

৬৩. বোধিসত্ত্বের মুণ্ড। চুনবালি। প্রাপ্তিস্থান গান্ধারা, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাকিস্তান। বর্তমানে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টীয় ৪র্থ-৫ম শতাব্দী।

৬৪. পুরুষ মুণ্ড। চুনবালি। উচ্চতা ৬½ ইঞ্চি (১৭ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান গান্ধারা, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাকিস্তান। বর্তমানে যুক্তরাজ্যের শেটল্যান্ড নিবাসী ক্যাপ্টেন হে অব হেফিল্ডের সংগ্রহে রয়েছে। খ্রিষ্টীয় ৫ম শতাব্দী।

৬৫. পুরুষ মুণ্ড। চুনবালি। উচ্চতা ৫½ ইঞ্চি (১৩.৫ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান : গান্ধারা, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাকিস্তান। বর্তমানে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া এ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। গ্রীকোরোমান রীতির এ মুণ্ডিত মস্তকটি সম্ভবত একজন ভিক্ষুর।

৬৬. তপস্বীর মুণ্ড। পোড়ামাটি। উচ্চতা ৩½ ইঞ্চি (৯ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান গান্ধারা, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাকিস্তান। বর্তমানে কর্নেল ডি. এইচ গর্ডনের সংগ্রহে রয়েছে। খ্রিষ্টীয় ৫ম শতাব্দী।

৬৭. যুবকের মুণ্ড। পোড়ামাটি উচ্চতা ৫½ ইঞ্চি (১৪ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান জন্মু, কাশ্মীর। বর্তমানে লাহোরের (পাকিস্তান) সেন্ট্রাল মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ –৭ম শতাব্দী।

৬৮. ফ্রিজের অংশ। চুনাপাথর। উচ্চতা ২ ফুট ৩ ইঞ্চি (৬৮.৫ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান অমরাবতী। বর্তমানে লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টীয় ২য় শতাব্দী। ফ্রিজটির বাম দিকে একটি স্তূপ পূজিত হচ্ছে। ডানে একজন অভিজাত শ্রেণীর মানুষের গৃহাভ্যন্তরের দৃশ্য। পালঙ্কে উপবিষ্ট নারীমূর্তির মাথায় জ্যোতির্বলয় রয়েছে। তিনি সম্ভবত বুদ্ধমাতা মায়াদেবী। এ খোদাই কাজটি অংকিত চিত্রের গুণসম্পন্ন। অজন্তা গুহার দেয়ালচিত্রগুলোতে এ ভাস্কর্য চিত্রটির অনুরূপ মানবমূর্তিদল এবং গৃহসজ্জা দেখা যায়।

৬৯. স্তম্ভ (অংশ) চুনাপাথর। প্রাপ্তিস্থান অমরাবতী, বর্তমানে লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টীয় ২য় শতাব্দী। মাঝে পাঁচ ফণাবিশিষ্ট নাগ। তার দু'পাশে দু'জন নারী অর্ঘ হাতে দু'টি কল্পিত সরীসৃপীয় দানবের (মকর?) পিঠে দাঁড়িয়ে।

৭০. ব্যাস রিলিফ। চুনাপাথর। উচ্চতা ৪ ফুট ১½ ইঞ্চি (১২৬ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান : অমরাবতী। বর্তমানে লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টীয় ২য় শতাব্দী। এ রিলিফে বিধৃত দৃশ্যটি সহজবোধ্য নয়। ওপরের দৃশ্যে একজন পুরুষ তার দু'স্ত্রী, দু'বন্ধু, একটি হাতি ও ঘোড়াসহ দাঁড়িয়ে। নিচের দৃশ্যে একজন নৃপতিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
সাতটি দুর্লভ ধনসহ দেখা যাচ্ছে। এগুলো হচ্ছে ধর্মচক্র, হাতি, ঘোড়া, স্ত্রী, মুক্তা, ভৃত্য ও মন্ত্রী। এ রিলিফের মানব ও পশুমূর্তিগুলোতে অমরাবতীর ভাস্কর্য–এর উঁচুমানের খোদাই দক্ষতা প্রতিফলিত।

৭১. বুদ্ধের জন্ম। চুনাপাথর। উচ্চতা ২ ফুট (৬১ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান অমরাবতী, বর্তমানে লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টীয় ২য় শতাব্দী। দৃশ্যচিত্রের ডানদিকে মায়াদেবী প্রসবপূর্ব মুহূর্তে গাছের ডাল ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর ডানে দেবতারা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বুদ্ধকে নেবেন বলে দণ্ডায়মান। বাম দিকে একজন দাসী সদ্যজাত বুদ্ধকে বহন করছে। বুদ্ধের উপস্থিতি দাসীর হস্তধৃত বস্ত্রখণ্ডে পদচিহ্নের প্রতীক দিয়ে বোঝানো হয়েছে। পাশে বৃক্ষ থেকে উদ্‌গত একজন যক্ষরাজা সদ্যজাত বুদ্ধকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন।

৭২. ব্যাস রিলিফ। চুনাপাথর। উচ্চতা ১০$\frac{১}{২}$ইঞ্চি (৫৭ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান অমরাবতী, বর্তমানে ভারতের মাদ্রাজস্থ গভর্নমেন্ট মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টীয় ২য় শতাব্দী। এ রিলিফে একজন 'গণ' বা বামনের একটি বৃষ ও একটি কাল্পনিক ডানাওয়ালা প্রাণীর সংগে ক্রীড়ারত দেখা যাচ্ছে। এ রিলিফের মোটিফ পশ্চিম এশীয় (ডানাওয়ালা ষাঁড়, ঘোড়া ইত্যাদি মেসোপটেমিয়া ও প্রাচীন ইরানি পুরাকথায় ও ভাস্কর্যে দেখা যায়) তবে ককুদমান বৃষটি বিশুদ্ধ দক্ষিণ এশীয় প্রজাতির।

৭৩. ফ্রিজ। চুনাপাথর উচ্চতা ২ ফুট (৬১ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান অমরাবতী, বর্তমানে লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টীয় ২য় শতাব্দী। ফ্রিজটিতে সম্ভবত জাতকের গল্প বিধৃত। কিন্তু তা বোঝা যায় না। পরিচ্ছেদে গান্ধারা রীতির প্রভাব পরিস্ফুট।

৭৪. গৃহত্যাগ। চুনাপাথর। উচ্চতা ১ ফুট ৪ ইঞ্চি (৪১ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান অমরাবতী, বর্তমানে লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টীয় ২য় শতাব্দী। ডান দিকের দৃশ্যে যুবরাজ সিদ্ধার্থ পালঙ্কে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় নিদ্রিত দাসী পরিবৃতা হয়ে বসে আছেন। বামে যুবরাজের অশ্বারোহ গৃহত্যাগের দৃশ্য। দেবতা ও গন্ধর্বগণ এ ঘটনায় আনন্দ প্রকাশ করছে। যুবরাজ সিদ্ধার্থের অনুগত ভৃত্য চন্ন বা চন্দক লাগাম ধরে ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছে। বামনাকৃতির যক্ষরা ঘোড়ার খুর ধরে আছে যেন শব্দ না হয়।

৭৫. স্তূপ। চুনাপাথর। উচ্চতা ৩ ফুট ৯ ইঞ্চি (১১৪.৫ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান অমরাবতী, বর্তমানে লন্ডনস্থ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টীয় ২য় শতাব্দী। স্তূপের মাঝখানে পঞ্চফণাবিশিষ্ট নাগ রয়েছে। স্তূপের আবেষ্টনী ও স্তম্ভে পদ্ম। স্তূপের শীর্ষে ছত্রগুচ্ছের অলঙ্করণ।

৭৬. অলঙ্কৃত ব্যাস রিলিফ। চুনাপাথর। উচ্চতা ১ ফুট ৯ ইঞ্চি (৫২.৫ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান অমরাবতী, বর্তমানে লন্ডনস্থ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টীয় ২য়-৪র্থ শতাব্দী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭৭. খোদাইকৃত চাকতি। চুনাপাথর। প্রস্থ ২ ফুট ৮½ ইঞ্চি (৮২ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান : অমরাবতী, বর্তমানে লন্ডনস্থ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টীয় ২য় শতাব্দী। এ দৃশ্যে একটি পূতবস্তু-পেটিকা কারুকার্যময় চাঁদোয়ার নিচে সিংহাসনে স্থাপিত রয়েছে দেখা যাচ্ছে। এটি নাগরাজা এবং তার অনুচরেরা পূজা করছে। সিংহাসনটির সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে খোদাই থেকে বোঝা যায় যে, ভরহুত ও সাঁচির তুলনায় স্তূপশিল্প কত উন্নত হয়েছিল।

৭৮. খোদাইকৃত চাকতি। চুনাপাথর। প্রস্থ ২ ফুট ৮½ইঞ্চি (৮২ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান : অমরাবতী, বর্তমানে লন্ডনস্থ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টীয় ২য় শতাব্দী। দৃশ্যটি একটি সংগীতানুষ্ঠানের। দু'জন অভিজাত পুরুষ তাদের সামনে একদল রমণীর সংগীত ও বাদন পরিবেশন আসনে বসে উপভোগ করছে। তিনটি রমণী বীণা, তিন অথবা চারজন ঢোলক, তিনজন বাঁশি এবং বাকিরা অন্য ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে।

৭৯. খোদাইকৃত স্তম্ভ। চুনাপাথর। উচ্চতা ৪ ফুট (১২২ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান অমরাবতী, বর্তমানে লন্ডনস্থ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টীয় ২ শতাব্দী। ওপরের বৃত্তে যুবরাজ সিদ্ধার্থকে নগর তোরণ থেকে অশ্বারোহণে বের হয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে। তাঁকে রাজার পূর্ণ সম্মান দেয়া হয়েছে। তাঁর মাথার ওপর রাজছত্র, চামরধারীরা পাশে এবং নায়ক ও নর্তকরা শোভাযাত্রার সামনে। এ স্তূপ ভাস্কর্যটিতে সর্বপ্রথম সিদ্ধার্থের মাথার পেছনে জ্যোতির্বলয় দেখা যায়, যা দেবত্বের প্রতীক। ভরহুত কিংবা সাঁচিতে জ্যোতির্বলয় দেখা যায় না। নিচে মাঝের দৃশ্যে যুবরাজ সিদ্ধার্থকে রাজসভায় উপবিষ্ট এবং একজন ভক্তকে তাঁর পদচুম্বন করতে দেখা যাচ্ছে। অন্যরা শ্রদ্ধাবনত ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। ডানের দৃশ্যে ধর্মচক্র পূজা এবং বামে একজন মানুষকে পূতবস্তু পাত্রে বহন করতে দেখা যাচ্ছে। স্তম্ভের গোড়ায় দু'টি কৃষ্ণসার দেখা যাচ্ছে যা মৃগবনে বুদ্ধের প্রথম ধর্মোপদেশ দানের প্রতীক।

৮০. খোদাইকৃত স্তম্ভ। চুনাপাথর। উচ্চতা ৫ ফুট ১ ইঞ্চি (১৭৬ সেন্টিমিটার) প্রাপ্তিস্থান : অমরাবতী, বর্তমানে লন্ডনস্থ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টীয় ২য় শতাব্দী। ওপরে রাজা তাঁর সভাসদবর্গসহ সিংহাসনে আসীন। মনে হয় তিনি সৈন্যদলের নগর তোরণ থেকে নিষ্ক্রমণের দৃশ্য অবলোকন করছেন। সৈন্যদলের সম্মুখে আছে পদাতিকরা। একজন শত্রু অশ্বারোহী সেনানীর সামনে হাঁটু গেড়ে প্রাণভিক্ষা চাইছে।

৮১. পুরুষ মুণ্ড। পোড়ামাটি। উচ্চতা ১½ইঞ্চি (৩.৩ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান অন্ধ্রপ্রদেশ, ভারত। বর্তমানে হায়দ্রাবাদের (অন্ধ্রপ্রদেশ) গভর্নমেন্ট মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দী। এ ক্ষুদ্রাকৃতি মূর্তিটিতে বৃহদায়তন ভাস্কর্যের সব বৈশিষ্ট্যই লক্ষণীয়। দেহের সরল কাঠামো এবং বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিতে হেলানো মাথায় বাস্তবতা ও শক্তিময়তা প্রকাশিত। ভারি কর্ণকুণ্ডলটি সম্ভবত সরীসৃপাকৃতির ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮২. উপবিষ্ট বুদ্ধ। বেলেপাথর। উচ্চতা ২ ফুট ৪½ ইঞ্চি (৭২ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান : সারনাথ, উত্তর প্রদেশ, ভারত। বর্তমানে সারনাথ মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টীয় ৫ম শতাব্দী। এ মুণ্ডহীন ভাস্কর্যে বুদ্ধের প্রথম ধর্মোপদেশ বা ধর্মচক্র মুদ্রা প্রদর্শিত হয়েছে। তাঁর দেহাবরণ মৌর্যযুগের (খ্রিষ্টপূর্ব ৩২২-৩৮৫ অব্দ) ভরহুত ও সাঁচির ভাস্কর্যরীতির মতো দেহ সংলগ্ন। আসনের নিচে দু'টি হরিণ ও পাঁচজন শ্রদ্ধাশীল শিষ্য পরিবৃত ধর্মচক্র পদ্মের ওপর স্থাপিত যা বুদ্ধের মৃগবনে প্রথম ধর্মোপদেশ দানের প্রতীক।

৮৩. বোধিসত্ত্বের দেহকাণ্ড। লোহিত বেলেপাথর। উচ্চতা ২ ফুট ১০½ ইঞ্চি (৮৭ সেন্টিমিটার) প্রাপ্তিস্থান সাঁচি, মধ্যপ্রদেশ, ভারত। বর্তমানে লন্ডনস্থ ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। এটি ধ্রুপদী ভাস্কর্যের অন্তিম নিদর্শন। কণ্ঠহার, সন্ধ বস্ত্র এবং কটিবন্ধের জটিল ও সূক্ষ্ম অলঙ্করণে অত্যন্ত উঁচুমানের পাথর খোদাই দক্ষতা প্রকাশিত। গান্ধারা শিল্পের মতো শরীরটি ক্রীড়াবিদের নয়। যদিও দেহের আকারটি আদর্শায়িত, এতে বলিষ্ঠতা অথচ নিয়ন্ত্রিত শক্তিময়তার রূপ পরিস্ফুট।

৮৪. বুদ্ধ। লোহিত বেলেপাথর। উচ্চতা ৭ ফুট ১½ ইঞ্চি (২১৭ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান মথুরা, উত্তর প্রদেশ, ভারত। বর্তমানে কোলকাতাস্থ ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টীয় ৫ম শতাব্দী। দণ্ডায়মান এ বুদ্ধের শরীর একজন সুআচ্ছাদিত কৃশ তপস্বীর ক্ষুদ্রাকার মাথাটি মূর্তির উচ্চতা বৃদ্ধির প্রতিভাস সৃষ্টি করে। বুদ্ধের মুখমণ্ডল শান্ত ও তাতে মহিমান্বিত রূপ উদ্ভাসিত। স্বচ্ছ দেহাবরণটি বহু ভাঁজে বিন্যস্ত হয়ে নিচের শরীরকে মূর্ত করেছে। মাথার পেছনের জ্যোতির্বলয়টি সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত।

৮৫. বুদ্ধ। ব্রোঞ্জ। উচ্চতা ৭ ফুট ৪½ ইঞ্চি (২২৫ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান সুলতানগঞ্জ, ভাগলপুর জেলা, বিহার, ভারত। প্রায় অক্ষত এ বিশাল বুদ্ধ মূর্তিটি গুপ্তযুগের (৩১১-৪৯০ খ্রিষ্টাব্দ) শিল্পীদের ধাতু ঢালাইয়ে উঁচুমানের দক্ষতার নিদর্শন। এতে বুদ্ধ ৮৪ সংখ্যক মূর্তিটির মতো তপস্বীর স্বচ্ছ দেহাবরণ পরে আছেন। শরীরের পেশীকে পরিস্ফুট করে তোলা হয়নি। এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো প্রতিমাশৈলীর জন্য সরল করে গঠিত। ডান হাত অভয়মুদ্রা প্রদর্শন করছে।

৮৬. উড়ন্ত গন্ধর্ব। বেলেপাথর। উচ্চতা ২ ফুট ৮½ ইঞ্চি (৮২ সেন্টিমিটার)। প্রাপ্তিস্থান : গোয়ালিয়র, মহারাষ্ট্র, ভারত। বর্তমানে গোয়ালিয়র প্রত্নতত্ত্ব মিউজিয়ামে প্রদর্শিত। খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী। গন্ধর্ব নামে পরিচিত দু'জন স্বর্গবাসী গায়ক ও নর্তক উড়ে যাচ্ছে। তাদের উড্ডীন হওয়া বাঁকানো পা ও পেছনে ওড়া কাপড়ে বোঝা যাচ্ছে। তাদের মস্তকাবরণী জমকালো ও সুবৃহৎ। খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পরে ভারতীয় ভাস্কর্য হয়ে ওঠে প্রধানত শোভাবৃদ্ধিমূলক এবং অতিঅলঙ্করণযুক্ত মস্তকাবরণী, পরিধেয় বস্ত্র ও রত্নাভরণ শরীরের গঠনকে ভারাক্রান্ত ও আকার দুর্বল করে তোলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

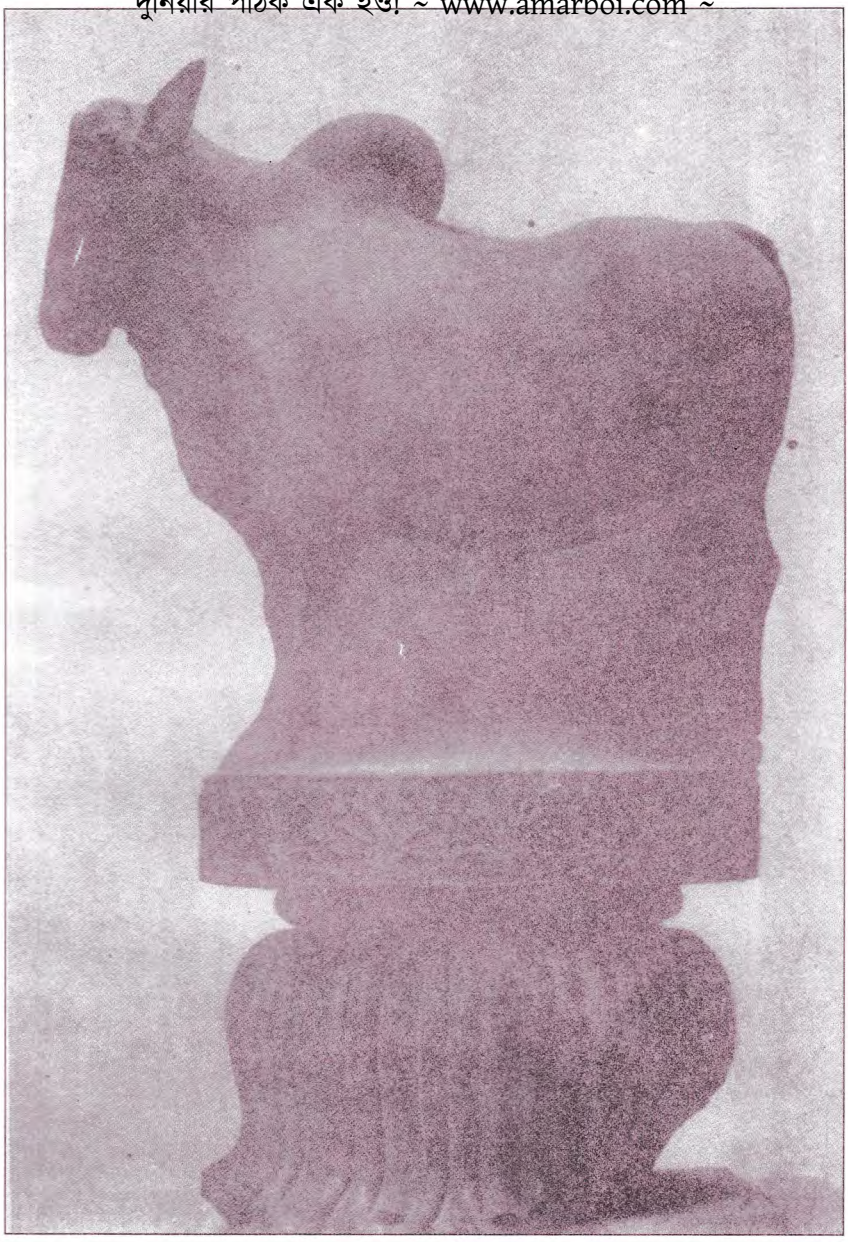

১. অশোক স্তম্ভের শীর্ষস্থানের বৃষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. যক্ষ। লোহিত-ধূসর বেলেপাথর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. অলঙ্কৃত কোমর বন্ধনীসহ নারী দেহকান্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪. পুরুষ মূর্তি। পোড়ামাটি

৫. মানুষসহ হাতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭. যক্ষী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮. যক্ষী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯. ভরহুতের বেষ্টনীপ্রাচীর (ভগ্নাংশ)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০. ভরহুতের স্তম্ভের ব্যাস রিলিফ

১১. স্তম্ভশীর্ষের ব্যাস রিলিফ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২. গঞ্জাতা যক্ষ

১৩. চুলালোক দেবতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪. সিরিমা দেবতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬. স্তম্ভের অংশ

১৫. জেতবন বিহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

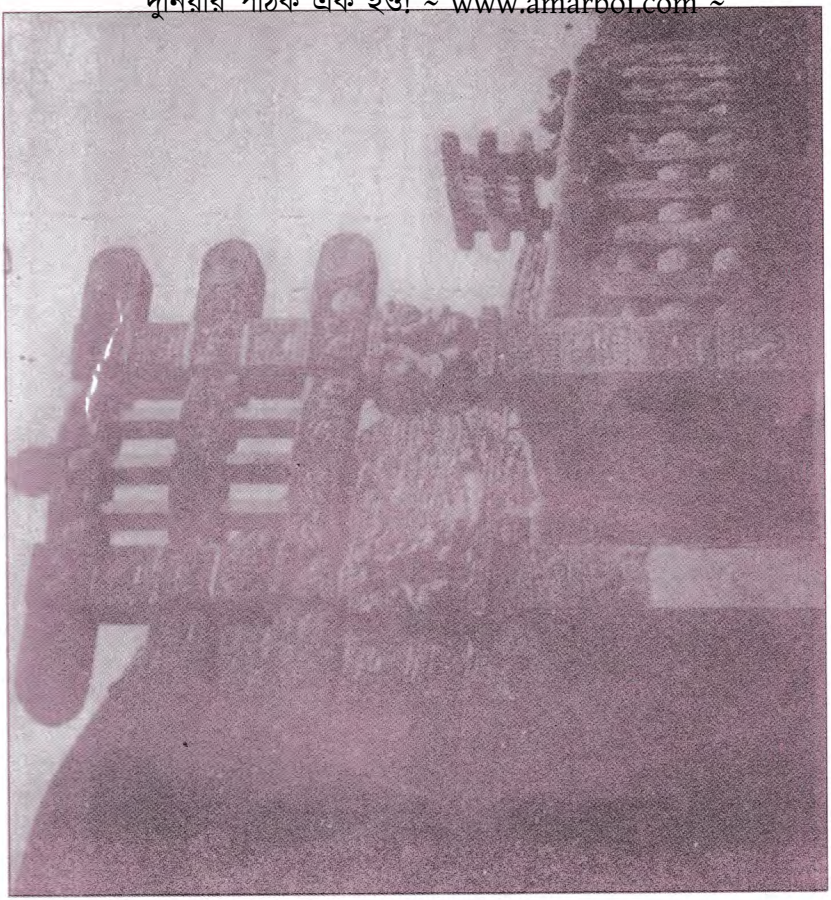

১৭. পশ্চিম তোরণ, সাঁচি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮. স্তম্ভের অংশ (পূর্ব তোরণ)

১৯. স্তম্ভের অংশ (উত্তর তোরণ)
বেলেপাথর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০. স্তম্ভের অংশ (পূর্ব তোরণ)। বেলেপাথর

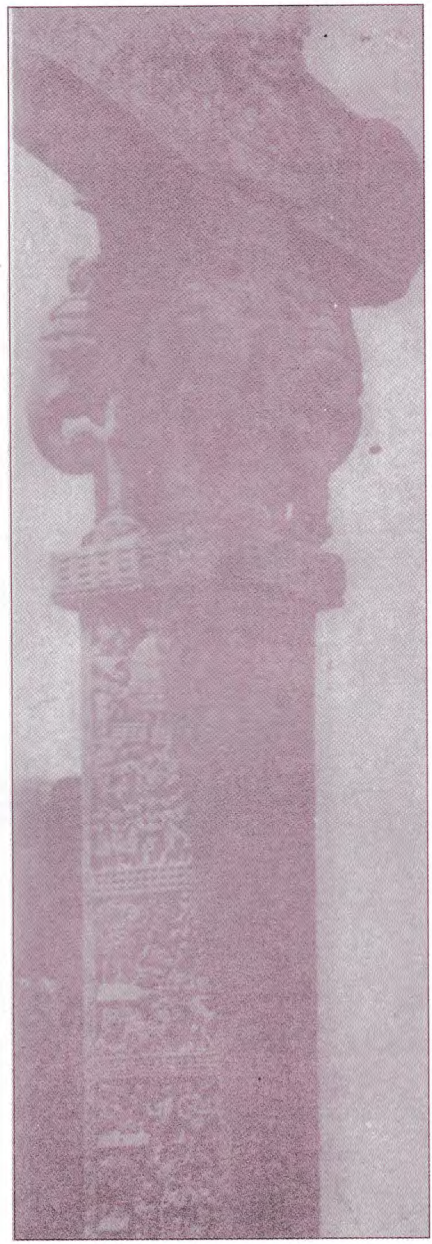

২১. স্তম্ভের অংশ (উত্তর তোরণ)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

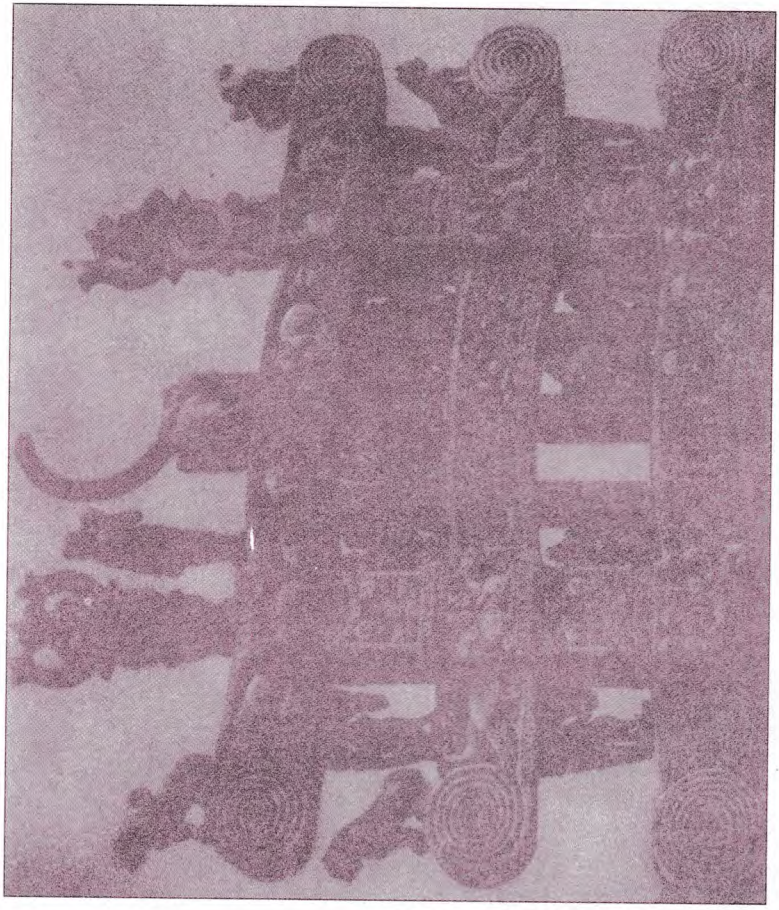

২২. স্তম্ভশীর্ষের কড়ি (উত্তর তোরণ)। বেলেপাথর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৩. স্তম্ভশীর্ষের মধ্যম কড়ি (পশ্চিম তোরণ) । বেলেপাথর

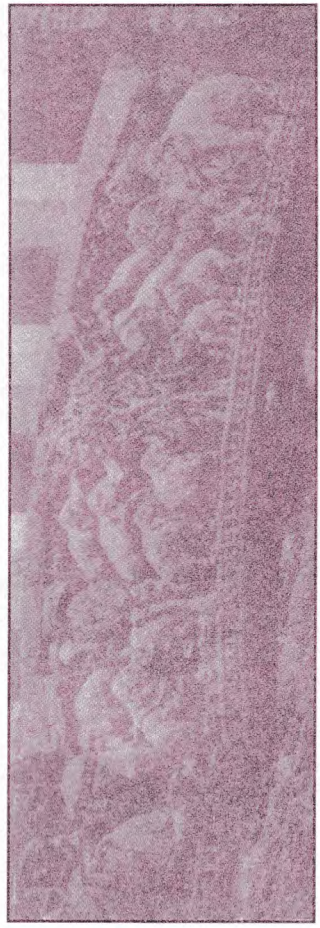

২৪. চদন্ত জাতক

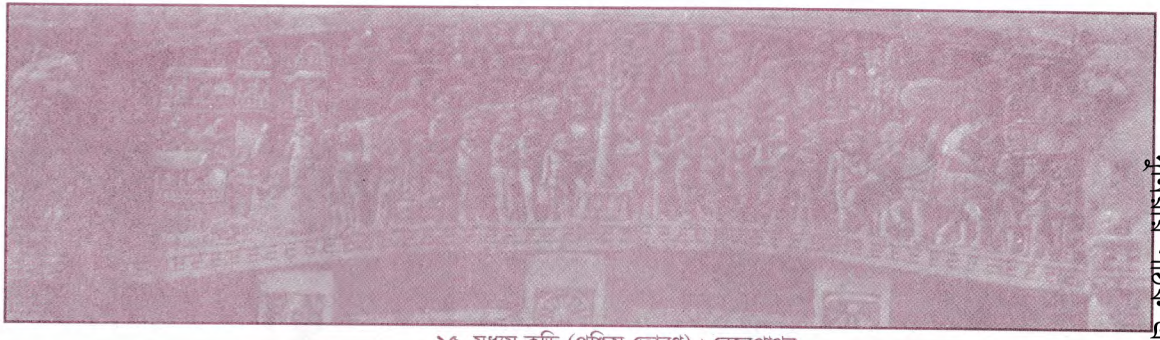

২৫. মধ্যম কড়ি (পশ্চিম তোরণ)। বেলেপাথর

২৬. মধ্যম কড়ি অংশ (উত্তর তোরণ)। বেলেপাথর

২৭. অংশ (উত্তর তোরণ) বেলেপাথর

২৮. অংশ (পূর্ব তোরণ)। বেলেপাথর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৯. পুষ্প মোটিফ (উত্তর তোরণ) । বেলেপাথর

৩০. পুষ্প মোটিফ (উত্তর তোরণ) । বেলেপাথর

২৯. দু'টি ময়ূর (উত্তর তোরণ) । বেলেপাথর

৩২. পক্ষযুক্ত মৃগ (উত্তর তোরণ)। বেলেপাথর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৩. যক্ষিনী (উভয় তোরণ)। বেলেপাথর

৩৪. লক্ষ্মী কিংবা শ্রী (পূর্ব তোরণ)। বেলেপাথর

৩৫. আরোহীসহ উষ্ট্রদল (পূর্ব তোরণ)। বেলেপাথর

৩৬. আরোহীসহ বৃষদল (পূর্ব তোরণ)।
লোহিত বেলেপাথর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৭. জৈন আয়গপট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৮. নারী ও শিশু

৩৯. নারীমূর্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪০. নারী প্রাসাদরক্ষী

৪১. দৃঢ়ভাবে করবদ্ধ রমণী

৪২. পাখির খাঁচা হাতে বালিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৩. পুরুষ মুণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

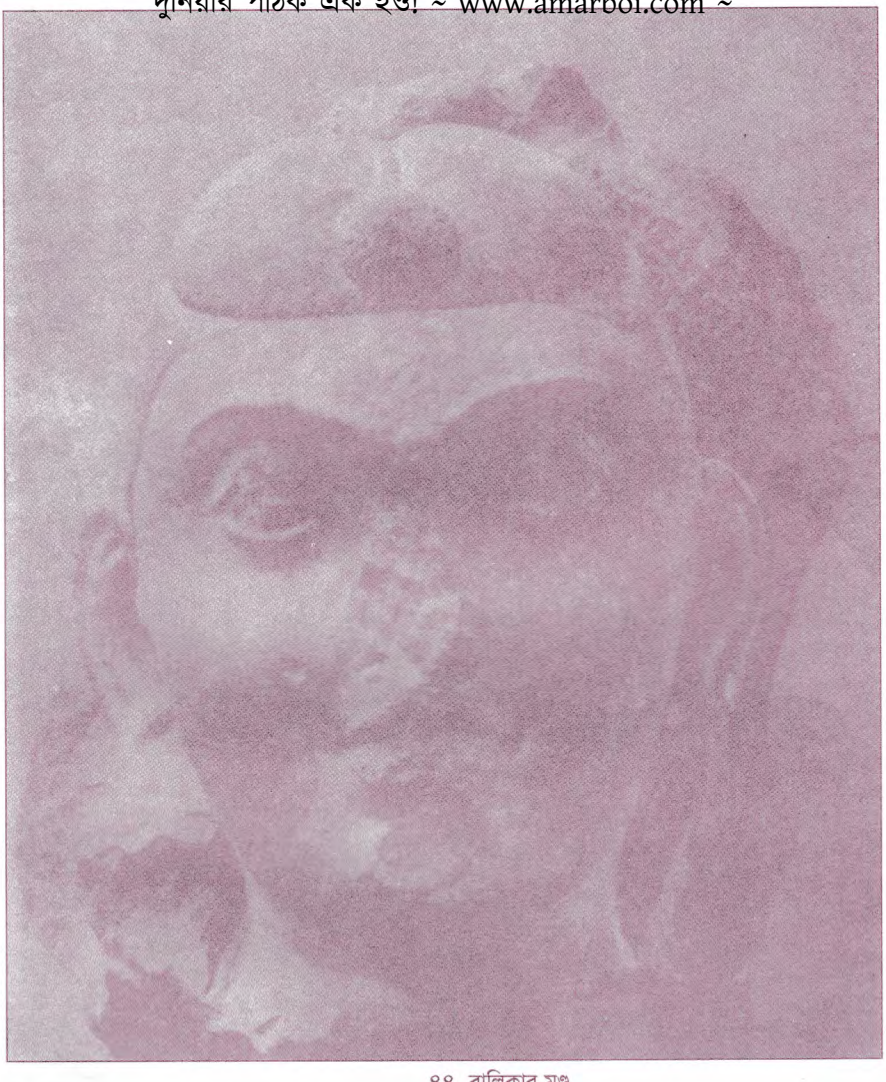

৪৪. বালিকার মুণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৫. বালিকার মুণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

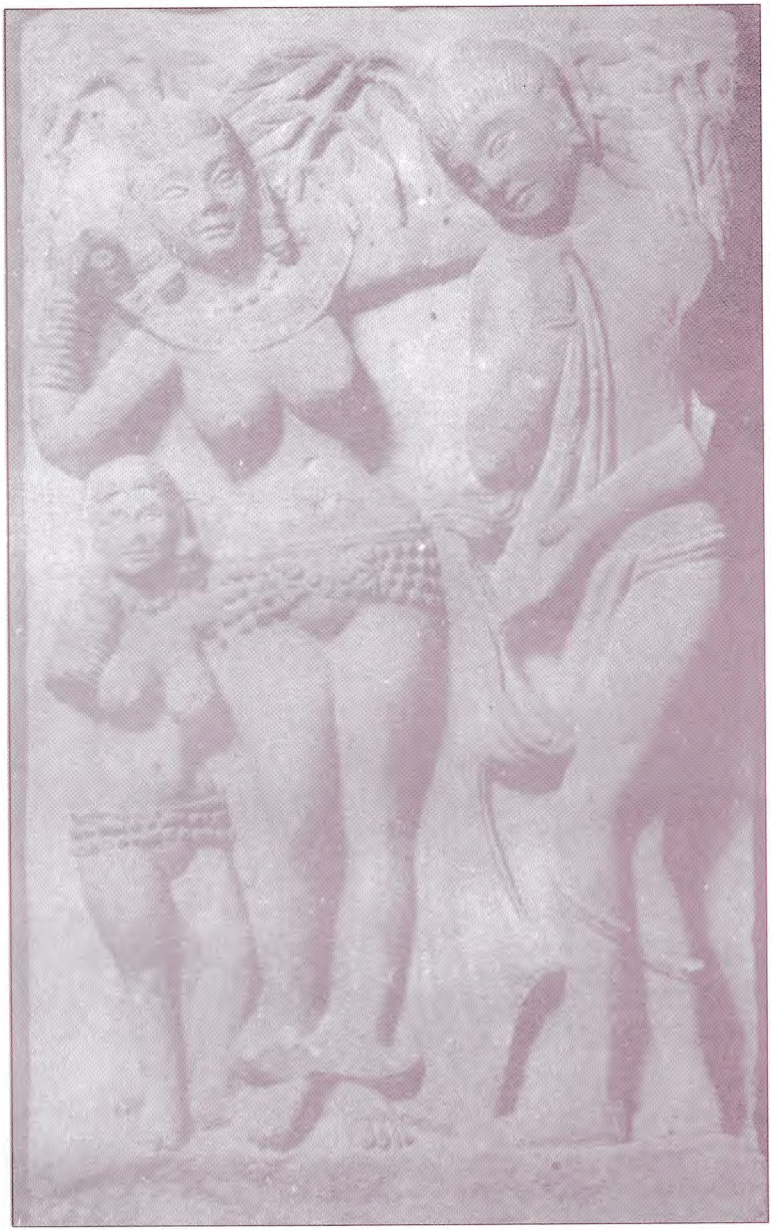

৪৬. পুরুষ ও নারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৭. বোধিসত্ত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৮. খিলানের অংশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৯. নগ্ন দেবী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫০. পক্ষযুক্ত নারীমূর্তি (ব্রোচ) স্বর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫১. নারী মূর্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫২. পুরুষ মুণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫৩. সংসার ত্যাগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫৪. সংসার ত্যাগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫৫. উপাসকবৃন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫৬. পরিনির্বাণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫৯. হীনযান রথ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬০. উপবিষ্ট বুদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

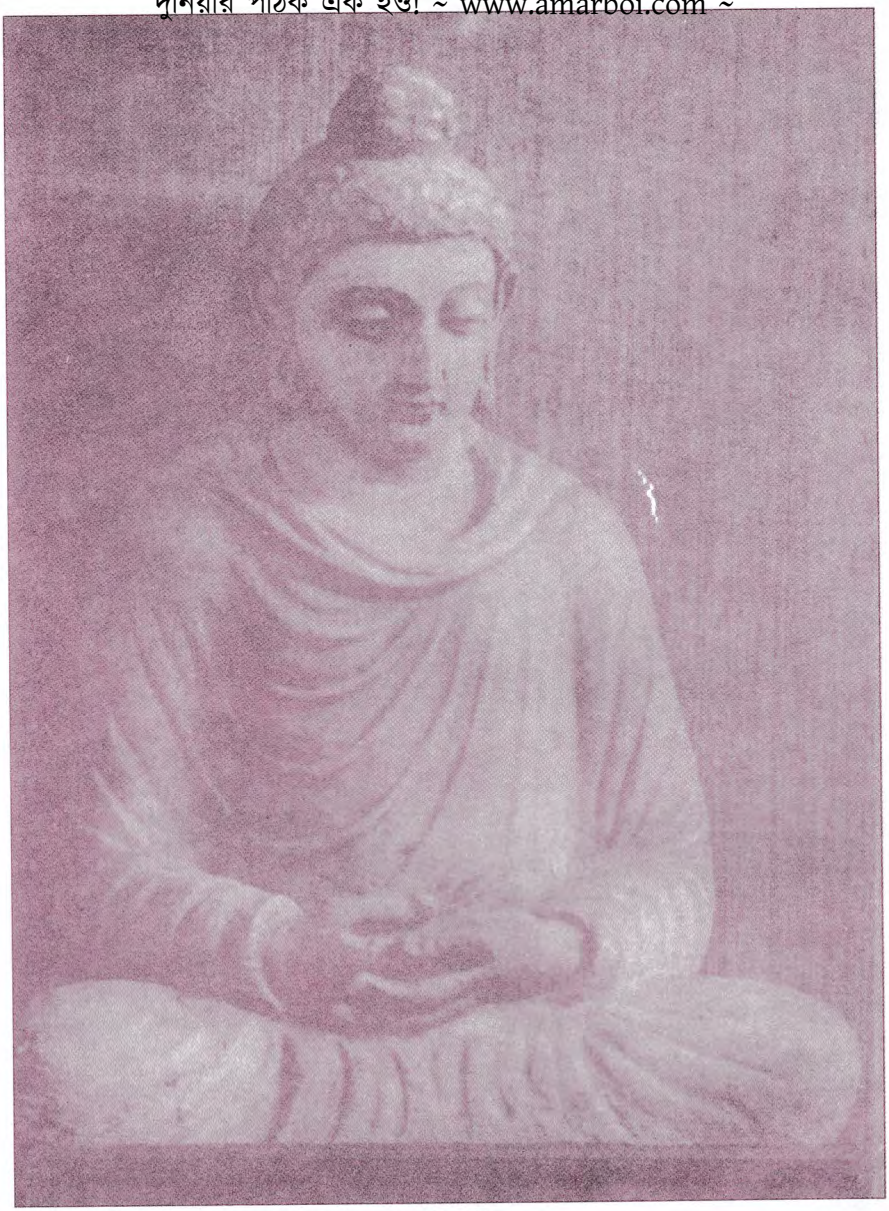

৬১. উপবিষ্ট বুদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬২. যুবকের মুণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

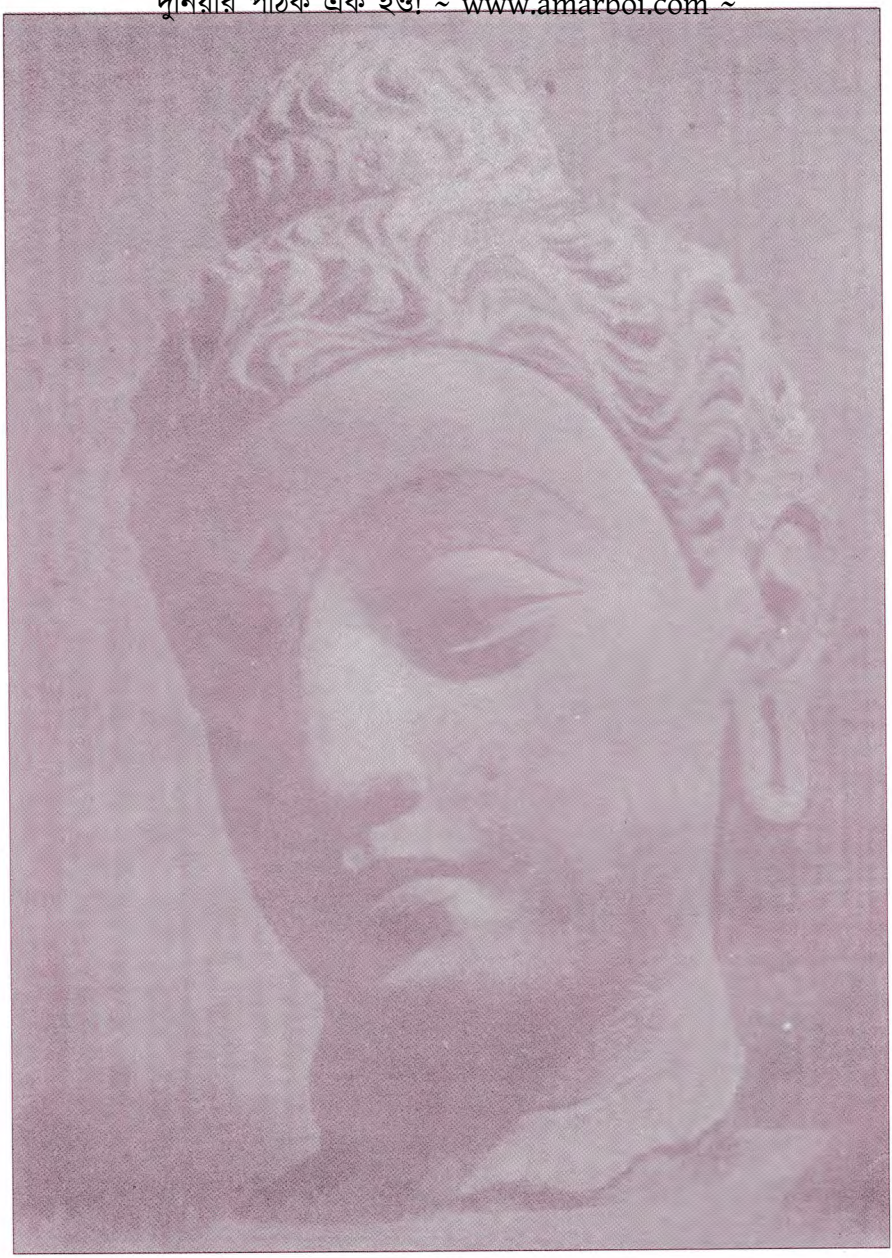

৬৩. বোধিসত্ত্বের মুণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬৪. পুরুষ মুণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

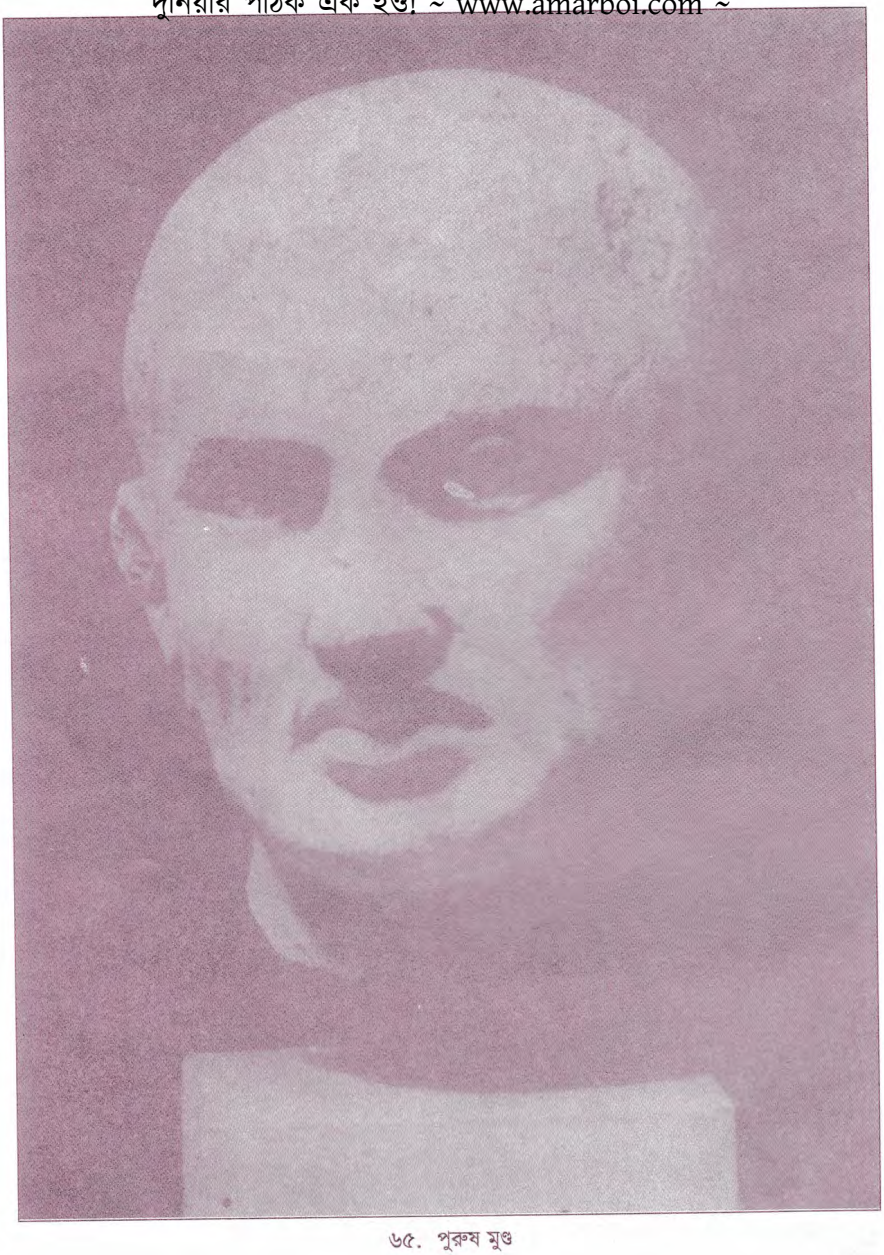

৬৫. পুরুষ মুণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

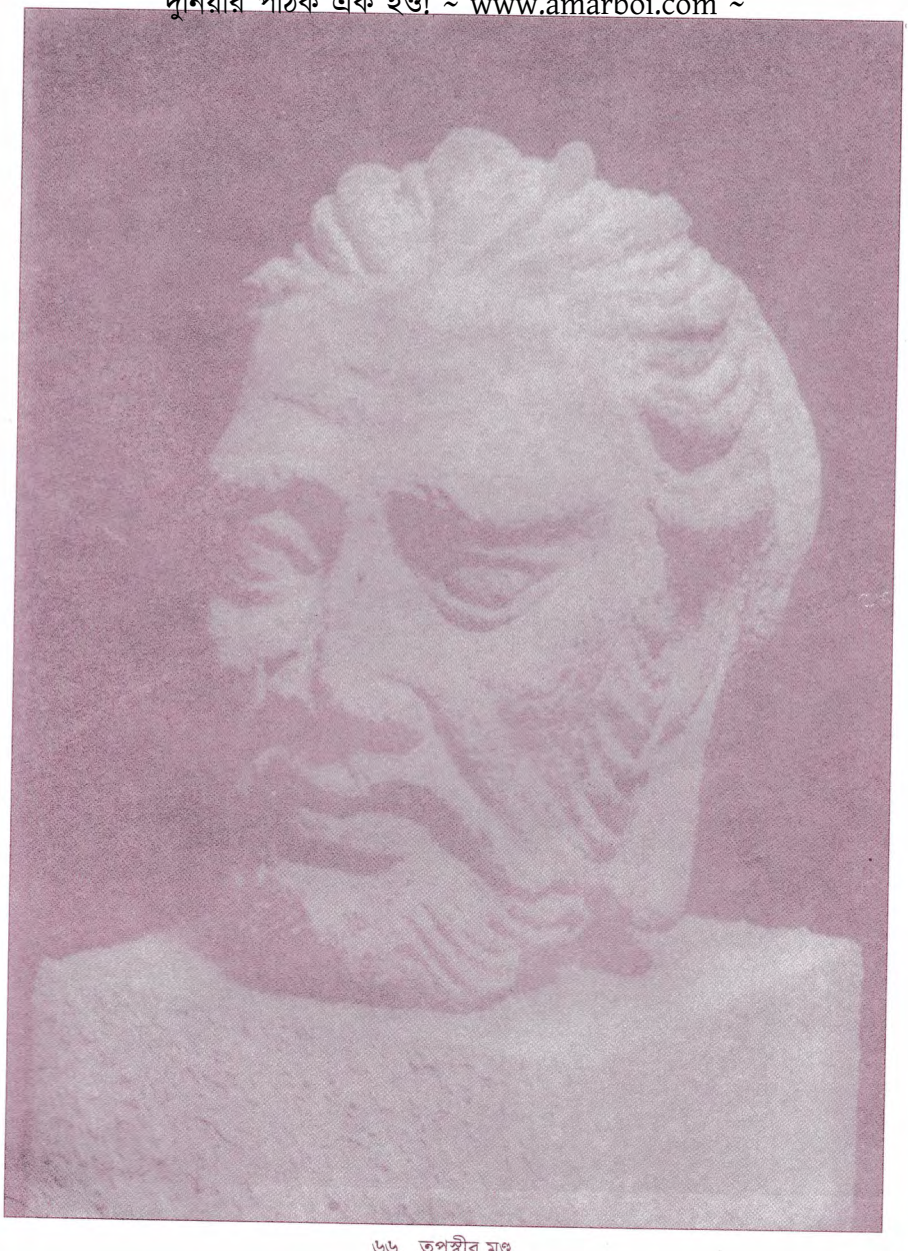

৬৬. তপস্বীর মুণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬৭. যুবকের মুণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬৮. ফ্রিজের অংশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

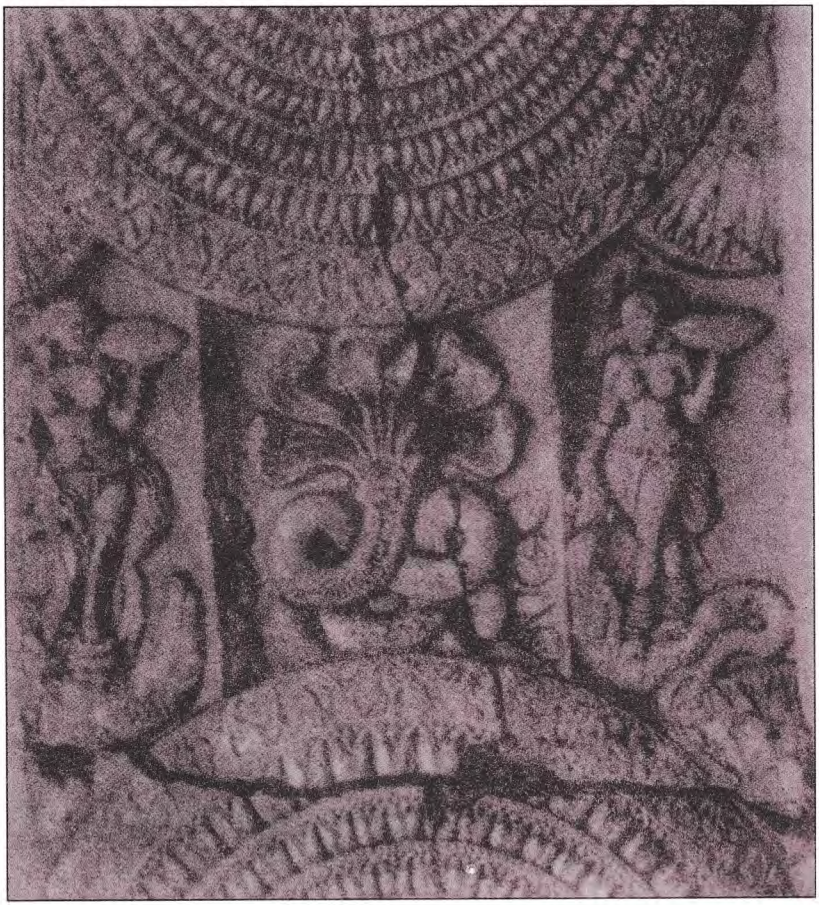

৬৯. স্তম্ভ (অংশ) চুণাপাথর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭০. ব্যাস রিলিফ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭১. বুদ্ধের জন্ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭২. ব্যাস রিলিফ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭৩. ফ্রিজ

৭৪. গৃহভাগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭৬. অলঙ্কৃত ব্যাস রিলিফ

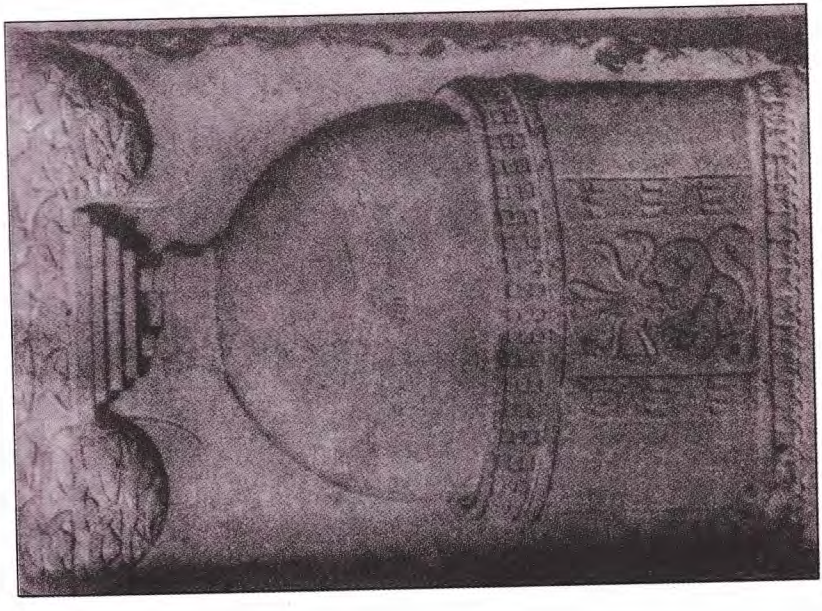

৭৫. স্তূপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭৭. খোদাইকৃত চাকতি

৭৮. খোদাইকৃত চাকতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭৯. খোদাইকৃত স্তম্ভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

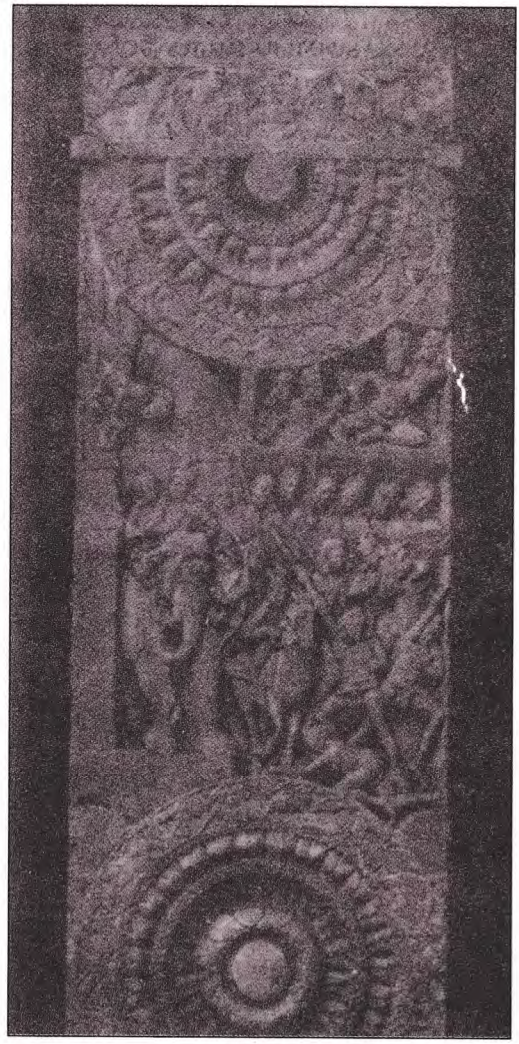

৮০. খোদাইকৃত স্তম্ভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮১. পুরুষ মুণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

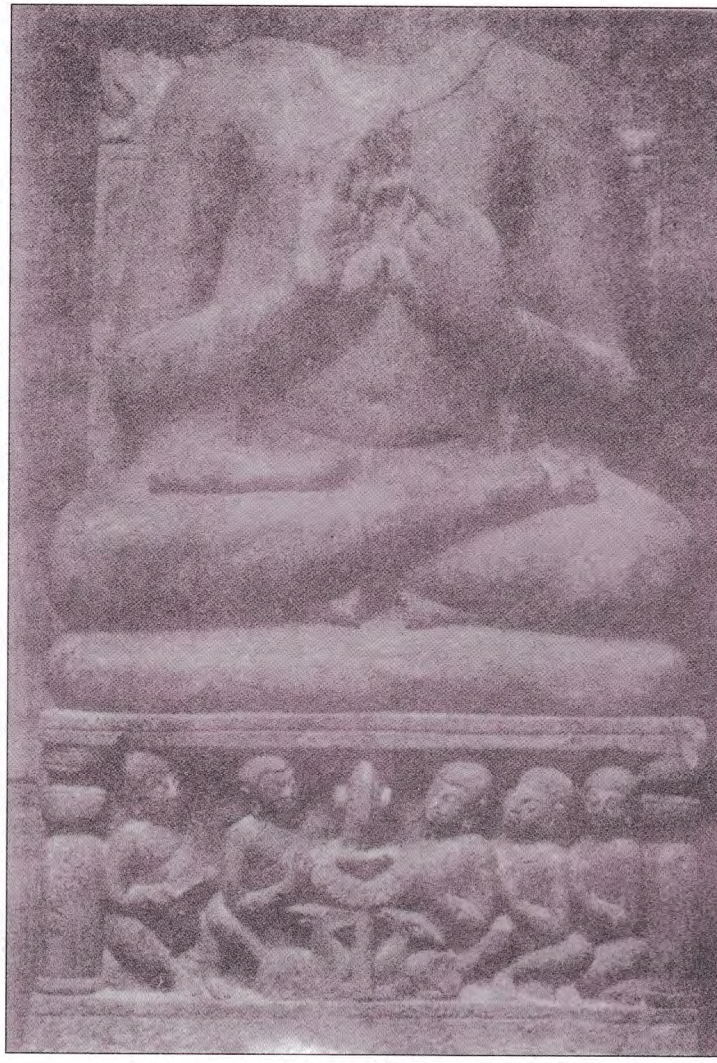

৮২. উপবিষ্ট বুদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮৩. বোধিসত্ত্বের দেহকাণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮৪. বুদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮৫. বুদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮৬. উড্ডন্ত গন্ধর্ব